POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا
فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (آل عمران:148)

হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমালংঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।'

(আলে ইমরান:১৪৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 45

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 7 নভেম্বর, 2019 9 রবিউল আওয়াল 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

তোমরা এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখ যিনি আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ। অতএব তাঁর কথা অন্তরের কান দিয়ে শোন এবং সেগুলি শিরোধার্য করার জন্য প্রস্তুত থাক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমাদের জামাতের উচিত নৈতিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করা।

আমাদের জামাতের উচিত নৈতিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করা। কেননা, **'আল ইসতেকামাতু ফাউকাল কারামা'** বহুল প্রচারিত প্রবাদ রয়েছে। জামাতের সদস্যদের স্মরণ রাখা উচিত, যদি কেউ তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করে, তবে যথাসাধ্য বিনম্রতা ও স্নেহের সুরে তার উত্তর দিবে। এমনকি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রেও কঠোরতা ও বল প্রয়োগের প্রয়োজন যেন না দেখা দেয়।

মানুষের মধ্যে তিন প্রকারের প্রবৃত্তি রয়েছে। যথা- আম্মারা (অবাধ্য এবং পাপে প্ররোচিত করে), লাওয়ামা (পাপের কারণে অনুতপ্ত) ও মুতমায়িন্না (শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা)।' আম্মারার' অবস্থায় মানুষ নিজের ভাবাবেগ এবং অনাবশ্যক উত্তেজনার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না, বাঁধন হারা হয়ে নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হয়। কিন্তু 'লাওয়ামা'-র অবস্থা তাকে সামলে নেয়। একটি উপাখ্যানের কথা আমার স্মরণে এল যা সাদি তাঁর বুস্তানে লিপিবদ্ধ করেছেন। এক বুযুর্গকে এক কুক্কুরে কামড় দেয়। তিনি বাড়ি এলে বাড়ির লোকেরা দেখল কুকুরে কামড়িয়েছে। একটি ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুকন্যাও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলল, আপনি কেন তাকে কামড়ালেন না? তিনি উত্তর দিলেন, 'মানুষ কুকুরের ন্যায় আচরণ করতে পারে না।' অনুরূপভাবে যখন কোনও দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ গালি দেয়, তখন মোমেনকে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই বিধেয়। অন্যথায় এমন ব্যক্তির জন্য কুকুর সদৃশ আচরণ প্রযোজ্য হবে। খোদার নৈকট্যভাজনদেরকে অনেক গালি দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে দুঃসহ যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে **'আরিজ আনিল জাহেলীন'**-(আল আরাফ, আয়াত-২০০) এই ভাষাতেই সম্বোধন করা হয়েছে। স্বয়ং সেই পূর্ণ মানব আমাদের নবী মহম্মদ (সা.) কেও নির্মম যাতনা দেওয়া হয়েছে, গালি দেওয়া হয়েছে, অকথ্য ভাষা শুনতে হয়েছে, তাঁকে অপমান করা হয়েছে। কিন্তু নৈতিকতার এই মূর্তপ্রতীক এর বিরুদ্ধে কি করলেন? তিনি তাদের জন্য দোয়া করলেন। আর যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে, অজ্ঞদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন, যার ফলে আল্লাহ্‌ তাঁর সম্মান ও প্রাণের উপর কোনও আঘাত আসতে দিবেন না, আর এই দুরাচারীরা তাঁর উপর আক্রমণ করতে পারবে না। এমনটিই হয়েছে। হুযুর (সা.)-এর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর সম্মানে কোনও আঘাত হানতে পারে নি, বরং নিজেরাই অপদস্ত হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়েছে বা তাঁর সামনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মোট কথা, এই 'লাওয়ামা'-র গুণই মানুষকে ভীষণ প্রতিকুল অবস্থায় সংগ্রামরত অবস্থাতেও আত্ম-সংশোধনে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায় যে, কোনও অজ্ঞ ও বর্বর যদি গালি দেয় বা কোনও প্রকার অপকর্ম করে, তবে তার থেকে যতদূরে থাকবে, ততটাই নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারবে। আর যতবেশি সংঘাতে লিপ্ত হবে, ধ্বংস হবে আর নিজের জন্য অসম্মান বয়ে আনবে। নফসে মুতমায়িন্না' (শান্তি প্রাপ্ত আত্মা)-এর ক্ষেত্রে মানুষ সৎ প্রবৃত্তি ও পুণ্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, আর সে জগত এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া যা কিছু আছে, সে সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। এমন ব্যক্তি বাহ্যত এই পার্থিব জগতে চলা ফেরা করে আর মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করে ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এখানে থাকেন না, এক ভিন্ন জগতে বিচরণ করেন, যেখানকার আকাশ ও পৃথিবী এর থেকে অনন্য।

জামাত আহমদীয়ার জন্য মহাসুসংবাদ

আল্লাহ্‌ তা'লা কুরআন মজীদে বলেছেন-

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (আলে ইমরান:৫৬)

এই ভরসা-জোগানো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নাসেরায় জন্মগ্রহণ করা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, যীশু মসীহর নামে আগমণকারী ইবনে মরিয়মকেও আল্লাহ্‌ তা'লা এই বাক্য দ্বারা সম্বোধন করে সুসংবাদ দান করেছেন। আপনারা এখন চিন্তা করে দেখুন, আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা কি এমন গুণের অধিকারী হতে পারে, যারা 'আম্মারা'-র অবস্থায় পড়ে থেকে দুরাচার ও অধার্মিকতার পথেই পদচারণা করবে? না, কখনই না। যারা আল্লাহ্‌ তা'লার এই প্রতিশ্রুতিকে যথার্থ মূল্য দেয়, আর আমার কথাগুলিকে কেচ্ছা-কাহিনী বলে মনে করে না, তাদের স্মরণ রাখা উচিত আর মনোনিবেশ সহকারে শোনা উচিত। আমি তাদের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলব, যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, সেই সম্পর্ক কোনও সাধারণ সম্পর্ক নয়, এ এক শক্তিশালী সম্পর্ক, যার প্রভাব আমার সত্তা পর্যন্ত সীমিত নয়, বরং সেই সত্তা পর্যন্ত বিস্তৃত যিনি আমাকেও সেই সম্মানীয় পূর্ণ মানব সত্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, আর এই পৃথিবীতে সত্য ও সাধুতা নিয়ে এসেছেন। আমি বলি, এই কথাগুলির প্রভাব কেবল আমার সত্তা পর্যন্তই পৌছত, তবে আমার কোনও প্রকার সংশয় বা উদ্বেগ ছিল না। বিষয়টিকে গ্রাহ্য করার দরকার ছিল না, কিন্তু এতেই যথেষ্ট নয়। এর প্রভাব আমাদের নবী (সা.) এবং স্বয়ং খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এমতাবস্থায় তোমরা ভালভাবে শুনে রাখ, যদি এই সুসংবাদ থেকে অংশ নিতে হয় আর এর সত্যায়ন স্থল হওয়ার বাসনা থাকে, এমন বিরাট সফলতার সত্যিকার বাসনা তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে আমি এতটুকুই বলব যে, এই সফলতা অর্জিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না 'লাওয়ামা'র স্তর অতিক্রান্ত হয়ে 'মুতমায়িন্নার' সুউচ্চ মিনারে পৌছে যাও।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৭-৮৯)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

ন্যাশনাল মজলিস আমেলা খুদ্দামুল আহমদীয়া (যুক্তরাষ্ট্র)-এর সঙ্গে বৈঠক

দোয়ার মাধ্যমে হুযুর আনোয়ার (আই.) বৈঠক আরম্ভ করেন।

২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ইউ.এস.এ- মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার নতুন মেয়াদ আরম্ভ হয়েছে আর নতুন সদর নিযুক্ত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়াকে জিজ্ঞাসা করেন যে, যারা পূর্বের সমিতিতে সদস্য ছিলেন, তাদের অধিকাংশই কি এবারও রয়েছেন? আপনি কি তাদেরকে নিজেদের দায়িত্বাবলী বুঝিয়ে দিয়েছেন? এর উত্তরে সদর সাহেব বলেন, আজ্ঞে হুযুর, সকল সদস্যদেরকে তাদের দায়িত্বাবলী বুঝিয়ে দিয়েছি।

এরপর হুযুর আনোয়ার নায়েব সদর এবং সহায়ক সদর সাহেবের পরিচয় জানতে চান। হুযুর এ বিষয়ে নির্দেশনা দান করেন যে, আসন বিন্যাস এমন হওয়া উচিত যেখানে সদর সাহেব এবং মুতামিদ পাশাপাশি আসনে বসবেন, এরপর সমস্ত মুহতামিম এবং সহায়ক সদর,আর অপর পাশে বসবেন নায়েব সদর।

এরপর হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে মুহতামিম আতফাল বলেন, আতফালদের মোট তাজনীদ ১২৪০জন। আতফালদের তরবীত প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য হল ন্যাশনাল ইজতেমা, আঞ্চলিক ইজতেমা ও আতফাল র‍্যালির আয়োজন।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, স্থানীয় স্তরে তরবীয়তী ক্লাসের আয়োজন করেন? সেই ক্লাসগুলিতে কতজন করে আতফাল অংশগ্রহণ করে? উত্তরে মুহতামিম সাহেব বলেন, প্রায় ৬০০ আতফাল এই ক্লাসে অংশ গ্রহণ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আতফালরা খুদ্দামে উপনীত হওয়ার পর ততটা সক্রিয় থাকে না। আতফালদের সঠিক অর্থে তরবীয়ত বা প্রশিক্ষন হলে খুদ্দামে উপনীত হওয়ার পর তাদের সক্রিয়তা স্তিমিত হয় না।

এরপর মুতামিদ সাহেব বলেন, গত বছর এডিশিনাল মুতামিদ হিসেবে কাজ করছিলাম আর এবছর মুতামিদ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমাদের মোট মজলিস ৭২ টি, গত বছর ৭৪ টি ছিল।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন,আপনাদের মজলিস সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে হ্রাস পাচ্ছে কেন? কিছু মজলিসকে কি মিলিয়ে দিয়েছেন? মুতামিদ সাহেব বলেন, কিছু মজলিসকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, প্রত্যেকটি মজলিস রিপোর্ট পাঠায়? মজলিসগুলি সক্রিয়? এর উত্তরে মুতামিদ সাহেব বলেন, আলহামদোলিল্লাহ। সমস্ত মজলিসের পক্ষ থেকে ১০০ শতাংশ রিপোর্ট আসে।

হুযুর আনোয়ার মুহতামিমদের কে সামনে এসে বসার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, খুদ্দামুল আহমদীয়ায় কাজ আপনারা অনেক দিন থেকে করছেন, কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হয় সেকথা আপনাদের ভালভাবে জানা আছে। সর্বপ্রথম বিষয়টি হল নিজেদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানসূচি তৈরী করুন। যদি প্রাক্তন মুহতামিমদের কোনও প্রকল্প থেকে থাকে তাদের উচিত সেগুলি বর্তমান মুহতামিমদের হাতে দেওয়া। প্রাক্তন মুহতামিমের পক্ষ থেকে যদি কোনও প্রকল্প আছে, তবে ভাল কথা। অন্যথায় আপনারা সারা বছরের জন্য কাজের রূপরেখা নির্ধারণ করুন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে বদ্ধপরিকর হতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছি, খুদ্দামদের ন্যাশনাল ইজতেমায় এক হাজারে বেশি খুদ্দাম অংশগ্রহণ করেনি। স্থানীয় স্তরের ইজতেমার বিষয়ে আমার জানা নেই।

হুযুর জানতে চান যে, ইস্টকোস্ট ও ওয়েস্ট কোস্ট অঞ্চলে আপনাদের ইজতেমা হয়? সদর সাহেব বলেন, পূর্বে ইজতেমা হত, এখন হয় না। বর্তমানে মজলিসগুলিকে ১২টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক অঞ্চল নিজেদের ইজতেমার আয়োজন করে।

হুযুর জানতে চাইলে আঞ্চলিক সদর বলেন, তাঁর অঞ্চলে খুদ্দামদের তাজনীদ ৩৭০, যাদের মধ্যে ৯০ জন খুদ্দাম স্থানীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আরও একজন খাদেম বলেন, তাঁর অঞ্চলে খুদ্দাম ও আতফালের মোট তাজনীদ ৪৫৪জন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খুদ্দাম ও আতফালদের তাজনীদ একত্রে বললে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়। আপনাদের নাযিম আতফাল তাদের তাজনীদ বলতে পারেন। আপনি হলেন খুদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ। তাই, পৃথক পৃথক এবং স্পষ্ট তথ্য দিবেন।

যা শুনে কায়েদ সাহেব বলেন, আমাদের অঞ্চলে মোট খুদ্দাম ৩৪০ জন এবং আতফাল ১১৪জন। ৩৪০জন খুদ্দামদের মধ্য থেকে ৮০জন ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা তো খুব বেশি হলে এক-চতুর্থাংশ। আঞ্চলিক স্তরেও জাতীয় স্তরের মত দশা।

হুযুর বলেন: আমি এও দেখেছি যে, আপনাদের অনুষ্ঠানসমূহে আউট ডোর এক্টিভিটি এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইজতেমার সময় সত্তর থেকে আশি শতাংশ অনুষ্ঠান তালিম-তরবীয়ত ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর মধ্যে সাধারণ জ্ঞান, ধর্মীয় শিক্ষাবলী, তিলাওয়াত, আযান প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠানও করা যায়। আগামী বছরগুলিতে এভাবেই অনুষ্ঠানমালা প্রস্তুত করবেন। আমি সদর সাহেবকে বলেছিলাম যে সারা বছরের জন্য কোনও একটি থীম চিন্তা করে আমাকে বলুন। আমি বলেছিলাম, তিনটি বিষয়ের মধ্যে যেটির উপর থীম চূড়ান্ত হবে, সেটিকে নিয়েই আপনারা কাজ করবেন। আপনাদের সারা বছরের কর্মসূচি সেই থীমকে ঘিরেই আবর্তিত হবে। আপনাদের ন্যাশনাল এবং লোকাল ইজতেমার অনুষ্ঠানও সেই থীমকে ঘিরেই হবে। যাতে কি কি অর্জন করতে পেরেছেন, বছর শেষে আপনারা জানতে পারেন, বা সেই থীমের উদ্দেশ্য কতটা পুরণ করার চেষ্টা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ কয়েক দিনেই আপনারা সে সম্পর্কে জেনে যাবেন। থীম সম্পর্কে জানার পরই সে বিষয়ে কাজ আরম্ভ করে দিন। মুহতামিদেরও উচিত আগামী দুই সপ্তাহে নিজেদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে সদর সাহেবের মাধ্যমে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া। যাতে আমিও জানতে পারি যে আপনারা কতটুকু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

আপনাদেরকে পূর্বের থেকে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে। প্রতি বছর পূর্বের বছরের থেকে বেশি সক্রিয় হওয়া উচিত। আমি একথা বলছি না যে, আপনাদের পূর্বে যারা ছিলেন, তারা কাজ করেন নি। তারাও অনেক পরিশ্রম করে কাজ করেছেন। কিন্তু প্রতি বছর আমাদের সামনের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের অগ্রগতির হার পূর্বের বছরগুলি থেকে ভাল হওয়াই বিধেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মুতামিদ সাহেব! আপনি নোট করে রাখুন। আপনার দায়িত্ব হল প্রত্যেক মুহতামিম যেন নিজের পরিকল্পনার কথা লিখে আপনাকে জানায়, আর সেগুলি আপনি আমাকে অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন। অনুমোদনে পেতে কয়েক দিন বা সপ্তাহ বিলম্ব হলেও মুহতামিমরা যেন নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করে দেন। মুহতামিমগণ যে পরিকল্পনা লিখে পাঠাবেন, আমি সেগুলি থেকে কিছুই বাদ দিব না, বরং হতে পারে অতিরিক্ত আরও কিছুও যোগ করে দিলাম। তাই, মুহতামিমগণ যে পরিকল্পনা তৈরী করেন, কালক্ষেপ না কের সেগুলির উপর কাজ তারা যেন আরম্ভ করে দেয়। পরে অবশ্য মঞ্জুরীও নিতে হবে। এরপর ত্রৈমাসিক রিপোর্টে একথা উল্লেখ করুন যে এই পরিকল্পনার উপর কতটা কাজ হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখন আপনাদের নতুন কার্যবাহক সমিতি গঠিত হয়েছে। তাই নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে কাজ আরম্ভ করুন। আপনারা নিজেদের পরিকল্পনার কথা সর্বপ্রথম স্থানীয় কায়েদ মজলিসকে জানাবেন। এছাড়াও মুতামিদ সাহেবের দায়িত্ব হল সমস্ত নাযিমদেরকে পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত করা, এবং কতটুকু কাজ হয়েছে ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কি পরিমাণ প্রচেষ্টা হয়েছে তার তদারকি করা। লোকাল এবং রিজিওন্যাল স্তরেও সেই থীমকে সামনে রাখবেন। সহায়ক সদর, নায়েব সদর, যাদের উপর অন্যান্য আরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে, তাদেরও উচিত এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করা যে পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ হচ্ছে আল লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি যদি কিছু করতে চান, পৃথিবীকে বদলে দিতে চান, আর আপনার স্লোগান যেখানে 'যুবকদের পরিবর্তন ব্যতিরেকে জাতির পরিবর্তন সম্ভব নয়', তবে এর জন্য আপনাকে অক্লান্ত পরিশ্রম তো করতেই হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বছরব্যাপি আমরা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি তা পর্যালোচনা করতে থাকুন। পূর্বের মুহতামিমদের দুর্বলতা ও ভুল-ত্রুটি খোঁজার পরিবর্তে আমরা কিভাবে নিজেদের কাজের মধ্যে উন্নতি ঘটাতে পারি সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমি সদর সাহেব খুদ্দামকে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দিয়েছি, তিনি সেগুলি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিবেন।

অনুরূপভাবে আপনাদের প্রাক্তন সদর বিলাল রানা সাহেবের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, যিনি নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ে

এর পর ১০ পাতায়

জুমআর খুতবা

পরকালের জন্য চিন্তা তখনই হতে পারে, যখন খোদা তা'লার অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে

সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে অস্থায়ী বিষয়কে স্থায়ী বিষয়ের জন্য ত্যাগ করে।

বাহ্যিক খোলস না হয়ে যেন শাস বা আত্মা থাকে।

পরকালের জন্য উদ্বিগ্ন ও আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের সুরক্ষার প্রতি মনোযোগ দেয়।

নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সেই মসজিদে নামাযের জন্য দন্ডায়মাণ হও, যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর রয়েছে।

প্রকৃত ইবাদতকারী সকল প্রকারের পুণ্য অবলম্বন করার চেষ্টা করে।

পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যারা খোদার কারণে ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করে, তারাই প্রকৃত তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বয়আতের শর্তের উপর সত্য-অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার উপদেশ।

এই খুতবার মাধ্যমে ফ্রান্সের ২৭তম সালানা জলসার সূচনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ৪ অক্টোবর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৪ ইখা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ আপনাদের সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসাকে খাঁটি ধর্মীয় সম্মেলন আখ্যা দিয়েছেন। তাই এই জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের কাছে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, ধর্মীয়, জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আজ আমরা এখানে একত্র হয়েছি। আমাদের ধর্মীয় ও জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাকে কীভাবে আরো উন্নত করতে পারি সেই চেতনা ও চিন্তা নিয়েই এখানে তিনদিন একসাথে অতিবাহিত করব। যদি এই চিন্তাধারা না থাকে তাহলে এখানে আসা নিরর্থক। বর্তমান যুগে, যখন কিনা জগৎবাসী আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে বসছে, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী নিজের ধর্মের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করছে। প্রতি বছর যে পরিসংখ্যান সামনে আসে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রতি বছর মানুষের একটি বড় সংখ্যা ঘোষণা দেয় যে, তারা আল্লাহ তা'লার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। এমনকি মুসলমানদের বাস্তব অবস্থাও আমাদেরকে এ বার্তাই প্রদান করে যে, তারা কেবল নামে মুসলমান, বাস্তবে জগতপূজাই তাদের মনমস্তিকে ছেয়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা যারা দাবি করি যে, আমরা যুগ-ইমামকে মেনেছি ,তাকে গ্রহণ করেছি যাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা এযুগে ধর্ম-সংস্কারের জন্য পাঠিয়েছেন এবং আমরা এখন এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরাও সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মিশনকে বাস্তবায়ন করব। আমরাও যদি নিজেদের অবস্থা সংশোধনের প্রতি মনোযোগ না দিই, আমাদের মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করা কেবল এক অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক ঘোষণা হয়ে থাকে, আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার কেবল নামমাত্র বয়াতের অঙ্গীকার হয়ে থাকে যা আমরা পূর্ণ করছি না, আমাদের এখানে জলসায় একত্রিত হওয়া জাগতিক এক মেলায় একত্রিত হওয়ার মতো হয়ে থাকে– তাহলে প্রত্যেক আহমদীর জন্য সত্যিই এটি গভীর চিন্তার বিষয়। এক গভীর সচেতনতার সাথে আত্মবিশ্লেষণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কেননা চিন্তাধারা যদি এমনই হয়ে থকে তাহলে সবকিছু বৃথা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসা প্রবর্তনের যেসব উদ্দেশ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন, আমরা যদি সেগুলোকে সম্মুখে রেখে আত্মবিশ্লেষণ করি তাহলে কেবল এই তিন দিনের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হবো না বরং জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেসব দোয়া করে গেছেন সেগুলোর ভাগী হতে পারব, সেগুলোকে জীবনের স্থায়ী অংশ করে নিজেদের ইহ ও পরকালকে সুনিশ্চিত করতে পারব। অধিকন্তু কেবল আমাদের ব্যবহারিক অবস্থারই পরিবর্তন হবে না বরং আমাদের পুণ্যকর্মের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে আর তাদেরকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করে তাদেরকেও খোদা তা'লার কৃপাবারি অর্জনকারী বানাতে পারব। জগদ্বাসী যেখানে খোদা তা'লা এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম খোদা তা'লার নৈকট্যভাজনে পরিণত হবে আর জগৎবাসীকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করার কারণ হবে।

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৩৯৪)

অতএব আমাদের যদি নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করতে হয়, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে জলসা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যাবলীকে নিজেদের সম্মুখে রাখতে হবে। এই তিনটি দিন এই অঙ্গীকারের সাথে অতিবাহিত করা আবশ্যক যে, এগুলো এখন থেকে সর্বদা আমাদের জীবনের অংশ হয়ে থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার উদ্দেশ্যাবলী তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, "জলসায় যোগদানকারীদের হৃদয়ে যেন পরকালের চিন্তা থাকে।" এজন্য জলসার আয়োজন করা হচ্ছে, যেন এখানে এই

পরিবেশে অবস্থান করে তারা নিজেদের পরকালের চিন্তা করে, তাদের মাঝে খোদা তা'লার ভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি হয়, নম্রতা সৃষ্টি হয়, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের আবহ সৃষ্টি হয়, নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়, তারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্মসেবায় সক্রিয় হয়। অতএব, এটি হলো আজ আমাদের এখানে সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্য। তাঁর অনুসারী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবার তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পরকাল সম্পর্কে এতটা সচেতন হওয়া উচিত যেন জাগতিক বিষয়াদির এর বিপরীতে কোন মূল্যই না থাকে। এই বস্তুজগতে থেকে এটি অনেক বড় একটি কাজ এবং অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ যা পূর্ণ করার জন্য অনেক চেষ্টা সাধনা করা প্রয়োজন। পরকালের চিন্তা তখনই হতে পারে যদি খোদা তা'লার অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে এবং এ কথায় বিশ্বাস থাকে যে এ জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত; কেউ বড় জোর আশি বছর জীবিত থাকে বা নব্বই বছর জীবিত থাকে অথবা শত বছর পর্যন্তই জীবিত থাকে, কিন্তু এতটা সময়ও সবাই লাভ করে না, অনেকেই এমন আছে যারা এর অনেক পূর্বেই এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, এরপর রয়েছে পরকালের জীবন যা চিরস্থায়ী। কাজেই বুদ্ধিমান মানুষ সে যে সাময়িক বা অস্থায়ী জিনিসকে স্থায়ী জিনিসের জন্য ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাস্তবে যা হয় তাহলো আমরা এই সাময়িক জিনিস বা অস্থায়ী জীবনের জন্য স্থায়ী জীবনকে জলাঞ্জলি দিই। তা সত্ত্বেও জগৎপূজারী মানুষেরা নিজেদেরকে অনেক বড় ও বুদ্ধিমান মনে করে। কিন্তু একজন মু'মিন এর বিপরীত কাজ করে এবং করা উচিত; কেবল তবেই সে মু'মিন আখ্যায়িত হতে পারে। যখন সে নিজ হৃদয়ে খোদা তা'লার ভয় রাখে এবং আল্লাহ্ তা'লার ভীতি তার হৃদয়ে বিরাজ করে। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা জাগতিক সমস্ত ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতি এজন্য থাকে না যে, মৃত্যুর পরের জীবনে শাস্তি পাব বরং এই জন্য যে, আমার প্রিয় খোদা কোথাও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে যান। আর এরূপ ভালোবাসার প্রেরণা যদি থাকে তবেই মানুষ খোদা তা'লার নির্দেশের ওপর আমল করারও চেষ্টা করে। এই পৃথিবীতে মানুষের প্রতিটি কাজ পরকালকে দৃষ্টিপটে রেখে হয়ে থাকে। তার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আমার খোদা-ই আমার লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন। আমার খোদা-ই আমাকে নিজ অনুগ্রহরাজিতে ধন্য করেন। এর মধ্যে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার অনুগ্রহ অন্তর্ভুক্ত। আমি যদি তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে থাকি, সেই খোদাকেই সমস্ত শক্তির আধার জ্ঞান করে তাঁর সামনে বিনত হতে থাকি, তাহলে তাঁর অনুগ্রহরাজি থেকে অংশ লাভ করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ্। আমি যদি তাঁর প্রদত্ত আদেশ এবং নিষেধ অনুযায়ী জীবন-ধারণ করতে থাকি তবে তাঁর কৃপার উত্তরাধিকারী হতে থাকব। যদি আল্লাহ্তা'লার পূর্ণ আনুগত্য করে ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তাঁর ও তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদান করতে থাকি তাহলে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। অতএব এই চিন্তা এবং সে অনুযায়ী কর্মই নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর পুরষ্কার ও কৃপায় ধন্য করবে। যারা এই ধ্যান-ধারণা রাখে তারাই সে সমস্ত লোক যাদেরকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত নির্দেশের উপর আমল করে, যাদের হৃদয় কোমল হবে এবং হয়ে থাকে, কেননা প্রতিটি মুহূর্তে তাদের হৃদয়ে খোদা বাস করেন। এরাই তারা যাদের খোদা তা'লার খাতিরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার প্রেরণা থাকে। অর্থাৎ, তাদের ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ব্যক্তি স্বার্থে নয়, বরং শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'লার জন্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তাকওয়াশীল বা খোদাভীরু ব্যক্তিদের মাঝেই বিনয় সৃষ্টি হয়। আর বিনয়ভাবের প্রকাশ শুধুমাত্র মর্যাদা এবং সম্পদের দিক থেকে তার চেয়ে যে বড় তার সাথেই হয় না, কেবল তাদের সামনেই বিনয় প্রদর্শন করে না যারা মর্যাদায় বড় এবং জগৎপূজারী, বরং দরিদ্র ও মিসকীনদের প্রতিও বিনয়ভাব প্রকাশ করে থাকে। আর এরাই সেসব লোক যারা সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তারা জানেন যে, সোজা-সরল কথা-ই খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় আর মিথ্যা শির্কের দিকে নিয়ে যায়। পরকাল সম্পর্কে চিন্তা থাকলে, খোদা তা'লার ভয় থাকলে ও তাকওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত থাকলে, তখন এক ব্যক্তি মু'মিন হওয়ার দাবি করে কিভাবে মিথ্যা বলতে পারে? এসব বিষয় যারা অর্জন করেন এবং পুণ্যের প্রকৃত তাৎপর্যকে যারা অনুধাবন করেন, তারাই প্রকৃত অর্থে ধর্ম সেবায় সক্রিয় হয়ে থাকেন। নতুবা বাহ্যত এই যে সেবা– এটিও কোন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাই, মুসলমানদের মাঝে শত-শত এমন আলেম রয়েছে যারা বাহ্যত ধর্মের নামে বাহ্যত খুবই সক্রিয়, অথচ ভেতরে ভেতরে ধর্মের নামে অন্যায় করছে, যাদের মাঝে তাকওয়ার অভাব রয়েছে, যাদের মাঝে খোদাভীতি নেই, যাদের কাছে পরকালের চেয়ে পার্থিব স্বার্থ অধিক প্রিয়, কেবল মুখে খোদা ও পরকালের বুলি আওড়ায়।

সুতরাং এসব বিষয়ের সত্যিকার প্রাণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চান; এরই প্রয়োজন রয়েছে, কেবল খোলস যেন হয়, বরং প্রাণ থাকে, সারবস্তু বলতে যেন কিছু থাকে। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, আমরা কি এই উদ্দেশ্য নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করছি এবং নিজেদের ভেতর এসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এক ব্যাকুলতা রাখি? যদি মানবীয় দুর্বলতার কারণে অতীতে এসব বিষয় অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ঔদাসীন্য প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে কি আমরা এক নতুন উদ্যমের সাথে সেসব পুণ্য করা এবং সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে প্রস্তুত এবং তা করব? আজ আমরা কি এই অঙ্গীকার করছি যে, আমরা ইহকালের চেয়ে বেশি পরকালের চিন্তা করব? আমরা কি খোদার ভয় এবং খোদাভীতি ও তাঁর ভালোবাসাকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিব? আমরা কি তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথে চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করব? আমরা কি নিজেদের হৃদয়ে অন্যদের জন্য নম্রতা সৃষ্টি করব? আমরা কি পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বকে এতটা বৃদ্ধি করব যেন এই ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব এক(অনুকরণীয়) দৃষ্টান্তে পরিণত হবে?বিনয় ও নম্রতায় আমরা কি অগ্রগামী হব? সত্য বলা এবং সহজ-সরল কথন কি আমাদের একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে? যেন প্রত্যেক ব্যক্তি বলতে পারে যে, আহমদীরাসর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সত্য বলে আর এর জন্য সবচেয়েবড় ক্ষয়ক্ষতিও মাথা পেতেনেয়। ধর্মের কাজে এতটা সক্রিয় হবো কি যা হবে দৃষ্টান্তস্বরুপ? আর এর জন্য পূর্বের তুলনায় আরো বেশি খোদা তা'লার ধর্মের বাণীকে নিজেদের গণ্ডিতে সবার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব, তাদেরকে অবহিত করব যে,প্রকৃত ইসলাম কী?

আমরা যদি নিজেদের এই অঙ্গীকার পূর্ণকারী হই, আমাদের জীবন যদি সে অনুযায়ী অতিবাহিত করতে থাকি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বয়আতের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছি। অতএব আসুন আজ আমরা এসব বিষয় অর্জনের জন্য নিজেদের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করি। পরকালের চিন্তা এবং খোদাভীতি যার মাঝে থাকে সে সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হয়। এদিকে লক্ষ্য রাখে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার জীবনের কি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা যারিয়াত: ৫৭)।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর অনুবাদ এভাবে করেছেন যে, অর্থাৎ আমি জিন্ন ও মানবকে একারণে সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমাকে চিনতে পারে এবং আমার ইবাদত করে।

তিনি বলেন, অতএব এই আয়াত অনুযায়ী মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো খোদা তা'লার ইবাদত, খোদা তা'লা সম্পর্কে প্র কৃত জ্ঞান এবং খোদা তা'লার হয়ে যাওয়া।

তিনি বলেন, এটি জানা কথা যে, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নিজেই নির্ধারণ করার পদমর্যাদা মানুষের নেই। যদিও মানুষ নিজেই তা ঠিক করে ফেলে কিন্তু আসলে তার এ অধিকার নেই, কেননা মানুষ নিজের ইচ্ছাতে আসেও না আর নিজের ইচ্ছায় ফিরেও যাবে না, বরং সে এক সৃষ্টি মাত্র। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকল জীবের মাঝে উন্নত ও মহান শক্তিবৃত্তি তাকে দান করেছেন, তিনি তার জীবনের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন, কোন মানুষ তা অনুধাবন করুক বা না করুক। তিনি বলেন, কিন্তু মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা, তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়া।

(ইসলামি নীতি-দর্শন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১০, পৃ: ৪১৪)

অতএব এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদত করার যে রীতি শিখিয়েছেন তা কী? তা হলো, নামায কায়েম করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا (সূরা নিসা: ১০৪)

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। **(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

অর্থাৎ, নিশ্চয় সময়মত নামায পড়া মু'মিনদের জন্য আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'নামাযে মওকুতা' অর্থাৎ সময়মত নামায পড়ার বিষয়টি আমার কাছে অনেক প্রিয়।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৩)

এই বিষয়টি এমন যা আমার খুব পছন্দের এবং প্রিয়; অর্থাৎ সময়মত নামায পড়া আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা যা দেখি তা হলো, সামান্য সামান্য বিষয়ে সময়মত নামায আদায়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, বরং সময়মত নামায পড়া তো দূরে থাক, কেউ কেউ নামাযই পড়ে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে অলসতার কারণেতিন কিংবা চার বেলারনামায আদায় করে। অথচ নামাযের সুরক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى (সূরা বাকারা: ২৩৯)

অর্থাৎ, নামাযের, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দাও। কিন্তু ব্যবসাবানিজ্য ও চাকরির কারণে আমাদের কেউ কেউ যোহর-আসরের নামায বাদ দিয়ে দেয়। টেলিভিশনের প্রোগ্রাম অথবা সন্ধ্যায় নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে মাগরিব ও ইশার নামায বাদ পড়ে। ঘুমের অজুহাত দিয়ে ফজর নামায পরিত্যাগ করে। অতএব আমাদের প্রত্যেকের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনে চলছি? জামা'তের বিশেষ প্রোগ্রামসমূহ এবং রমজান মাসে বাজামা'ত নামায পড়ে আমরা মনে করি যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনেছি, বছরের অবশিষ্ট অংশে এর উপর নিয়মিত প্র তিষ্ঠিত থাকল কি না থাকলো, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু শুনে রাখুন এবং এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিন যে, নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূ ল (সা.) কী বলেছেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (সূরা তওবা: ১৯)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লার মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে। মহানবী (সা.) বলেন, যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে ইবাদতের জন্য যাতায়াত করতে দেখবে তখন তোমরা তার মু'মিন হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দাও। তিনি বলেন,তা এজন্য, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে তারাই আবাদ করে যারা খোদা এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল মসাজিদ ওয়াল জামাত)

বাহ্যত আমরা সবাই ঈমান আনয়নকারী হওয়ার দাবী করি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর কাছে মু'মিন হলো তারা যারা আল্লাহ্র ঘরকে আবাদ রাখে কেননা আল্লাহ্ তা'লা ও পরকালের প্রতি তাদের ঈমান থাকে। এখানে এটিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কেবলমাত্র মসজিদে আগমন করাই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকা লের প্রতি ঈমানের সাথে আসা আবশ্যক। আর যার মাঝে এই চিন্তা-চেতনা থাকবে তার হৃদয়ে খোদাভীতিও থাকবে। সে মসজিদে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। সে সেসব নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যাদের নামায তাদের ধ্বংসের কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে এমন নামাযীরা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টিকে আমন্ত্রণ জানায়। না, বরং তারা প্রকৃত তাকওয়াশীল,যাদের মাঝে এই চিন্তা-চেতনা রয়েছে যে, পরকালের কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং খোদাভীতি হৃদয়ে লালন করতে হবে তাদের মন নরম হয়ে থাকে। তাদের মাঝে ভালোবাসা, প্রেম এবং ভ্রাতৃত্ববোধ থেকেথাকে। তাদের মাঝে বিনয় থাকে। তারা সত্যতার ওপর প্র তিষ্ঠিত থাকে। তারা ইসলামের শান্তি পূর্ণ শিক্ষার প্রচার করে। তাদের মসজিদগুলো ভীতিকর জায়গা ও নৈরাজ্যস্থল হয় না। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কেবল সেই মসজিদে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও যার ভিত্তি তাকওয়ার ওপর রাখা হয়েছে, যা নৈরাজ্য ও বিশৃঙখলার উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ নয়। অতএব যারা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মসজিদসমূহ আবাদ করে তারা আল্লাহ্র অধিকারও প্রদান করে আর সৃষ্টির প্রাপ্যও প্রদান করে।এমন লোকদেরকেসুসংবাদ প্রদান করে মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের কাছ থেকে সর্বপ্র থম যে হিসাব গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে ফিরিশতাদের বলবেন, আমার বান্দার নামাযের প্রতি দেখ। অর্থাৎ প্রথম বিষয় হিসেবে এটি দেখ যে, বান্দা নামায পড়তো কিনা। যাদের নামায পরিপূর্ণ হবে, যাদের আমল নামায় নামাযের পরিপূর্ণ হিসাব থাকবে, তাদের হিসাব তো পরিষ্কার, কিন্তু যাদের নামাযের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফরয নামাযের ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাবে, তাদের সম্পর্কে তিনি বলবেন, নফল ইবাদতের প্রতি দেখ যে, তা কেমন ছিল। যদি ফরযে কোন ঘাটতি থেকে যায় তাহলে তা নফল দ্বারা পূর্ণ করে দাও।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৮৬৪)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা যে এখানে আমার বান্দা বলেছেন তা এই জন্য যে এরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত-বন্দেগীতে সচেষ্ট ছিল এবং তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব পালনের সচেষ্ট ছিল। কিন্তু মানবীয় দুর্বলতার কারণে, ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যায় বা কিছু এমন পরিস্থিতির অবতারণা হয় তখন তাকে ক্ষমা করা এবং নিজ বান্দার পু ণ্যের পাল্লাকে ভারি করার জন্য স্বীয় কৃপা এবং মাগফিরাতপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা নফল সমূহকে ফরযের অন্তর্ভুক্ত করে ফরযকে পূর্ণ করেন। লক্ষ্য করুন, নফল আদায়কারীও তারাই হবে যাদের মাঝে প্রকৃত অর্থে ই খোদাভীতি রয়েছে। নফল এমন বিষয় নয় যা প্রকাশ্যে আদায় করা হয়, বরং এটি গোপনে আদায় করা হয়, একাকীত্বে আদায় করা হয়। এই পুণ্য সে-ই করে থাকে যার মধ্যে খোদাভীতি রয়েছে। এরাই সেই সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা 'আমার বান্দা' আখ্যায়িত করেছেন। এই বান্দাদের ভুল হয়ে থাকে কিন্তু এই ভুল স্থায়ী হয় না, তারা সেসব ভুল সংশোধনের চেষ্টা করে থাকে। অতএব এই হলো আল্লাহ তা'লার দয়া বা রহমত। একদিকে তিনি এই কথা বলে দিয়েছেন যে, নামায কোন সাধারণ বিষয় নয়। এর হিসাব হবে সর্বাগ্রে , এজন্য তা আদায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখ। কিন্তু একই সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, যদি তাকওয়ার ওপর প্র তিষ্ঠিত থেকে আমার দাসত্ব ও ইবাদতের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা কর তাহলে যে নফল তোমরা আদায় কর তার প্রতিদান ফরযের সমান হবে এবং আমি তোমাদেরকে ক্ষমার চাঁদরে আবৃত করবো।

সুতরাং এটি যেখানে সু-সংবাদ এবং যেখানে ক্ষমার প্রতি আশা জাগানো হয়েছে, সেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারিকে আকর্ষণ করার জন্য নফল আদায়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অতএব মু'মিন সে যে খোদাভীতি হৃদয়ে লালন করে তাঁর কৃপাবারি লাভের জন্য নিজ ফরয আদায়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি নফল আদায়ের প্রতিও দৃষ্টি দিয়ে থাকে যেন তার ফরযের ঘাটতি দূর হতে থাকে। সুতরাং এরাই সেই সমস্ত লোক যারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তা'লার ভয় রাখে এবং তাকওয়ার পথে বিচরণকারী। এই তাকওয়ার কারণেই অন্যান্য পূণ্য কর্ম করার প্রতিও তাদের দৃষ্টি থাকে। তাদের হৃদয় পরস্পরের জন্য কোমল হয়ে থাকে, একে অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে পরস্পরকে ক্ষমা করার প্রতি তাদের দৃষ্টি থাকে। আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভের জন্য পরস্পরের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করে থাকে। তাদের হৃদয়ে বিনয় সৃষ্টি হয়। পরস্পরের জন্য ত্যাগের প্রেরণা জাগে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করার প্রয়োজন যে, আমাদের মধ্যে কি এই বিষয়গুলো রয়েছে? প্রকৃত ইবাদতকারী সকল প্রকার পুণ্য করার চেষ্টা করে।

যদি কারো মাঝে নিজ ভাইয়ের জন্য ভালোবাসার অনুভূতি না থাকে তাহলে তার মাঝে প্রকৃত তাকওয়া নেই। যার মন কোমলনয় তারও ভাবা উচিত। যার ঘরে তার স্ত্রী-সন্তান তার প্রতি বিরক্ত সে-ও তাকওয়া শূন্য। যেসব স্ত্রী নিজ স্বামী এবং সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে না এবং অন্যায্য দাবিদাওয়া উপস্থাপন করে তাদের মনও তাকওয়া শূন্য। অতএব পরস্পরিক সম্পর্কের গণ্ডিতে যারা আল্লাহ্ তা'লার খাতি রেভালোবাসা এবং নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার করে তারাই প্রকৃত তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্তা'লা বলবেন, কোথায় সেসব লোক, যারা আমার প্রতাপ এবং মাহাত্ম্যের জন্য একে অপরকে ভালোবাসতো? আর আজ কিয়ামত দিবসে যখনকিনা আমার ছায়া-ভিন্ন অন্য কোন ছায়া নেই, আমি নিজ অনুগ্রহের ছায়ায় তাদেরকে স্থান দিব।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল বির, বাবু ফাযলুল হুব্বে ফিল্লাহি তা'লা)

সুতরাং যারা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে একে অপরের প্রতি ভালোবাসার চেতনা রাখে; তারাই আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাকে আকর্ষণকারী। অথবা অন্যভাবে এটি বলা যায়, যারা এমন করে না তারা আল্লাহ্তা'লার অসন্তুষ্টির শিকারও হতে পারে। অতএব, এ স্পৃহা আমাদের প্রত্যেকের নিজের মাঝে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আমরা এই স্লোগান দিই যে, 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে', ! প্রথমে নিজেদের ঘরে এবং নিজেদের সমাজে এর বহিঃপ্রকাশ করা উচিত যেন পৃথিবীবাসীদের প্রকৃতরূপে এ সংবাদ পৌঁছাতে পারি। এছাড়াএটি এমন একটি কাজ যাতে সামান্য চেষ্টাতেই এবংবড় ধরনের কোন চেষ্টা-সাধনা ছাড়াই আমরা আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহের ছায়ায় স্থান লাভকারী হতে পারি। মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময়ে সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভালোবাসা, প্রেম ও

ভ্রাতৃত্বকে বৃদ্ধির জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছেন সেগুলোর ব্যাপারে একস্থানে তিনি বলেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর অত্যাচার করে না আর তাকে একা ও নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে না। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের অভাব মোচনে রত থাকে, তার চাহিদা পূর্ণ করে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ দূর করে, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন তার বিপদাবলীর মধ্য থেকে একটি বিপদ কমিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কারো দোষত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস-২৪৪২)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন ভাবে আমাদের প্রতি স্বীয় অনুকম্পা ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন এবং আমাদের ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করেন। মানুষ নিজেই স্বীয় অযোগ্যতা, আমিত্ব ও হটকারিতার কারণে আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করতে থাকে।

অতএব, ভীষণ ভয়ের ব্যাপার এবং অনেক চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে, এ দিনগুলোতে, যখন কিনা আমাদের আবেগ-অনুভূতি পুণ্যমুখী, আমরা এ অনুপ্রেরণা নিয়ে এখানে এসেছি যে, এক জলসায় অংশগ্রহণ করব যেখানে পূণ্যের কথা শুনব; তাই আত্মবিশ্লেষণ করুন এবং আত্মবিশ্লেষণ করে স্বীয় ইবাদতের পাশাপাশি বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতিও দৃষ্টি দিন। হৃদয়ের কোমলতা, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং বিনয়ের বাস্তবতাকে চেনার চেষ্টা করুন। আর এটি আমাদের জন্য এদিক থেকেও আবশ্যক কেননা আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছি তাতে শির্ক মুক্ত থাকা, নামায আদায় করা, ফরয ও নফল নামায আদায়ের পাশাপাশি আমরা বয়আতের এ অঙ্গীকারও করেছি যে, আমরা মোটের ওপর আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকে এবং বিশেষত কোন মুসলমানদের নিজ উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কোনপ্রকার কষ্ট দিব না। শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় বা কেবল জামা'তের সদস্যদের জন্যই নয়, ঠিক আছে, নিজ ঘর থেকে আরম্ভ করুন, নিজেদের মাঝেও এমনটিই হওয়া আবশ্যক কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের জন্য, সমগ্র সৃষ্ট জীবের জন্য তথাসবার জন্য আমাদের হৃদয়ে প্রেম ও ভালোবাসার বিশেষ আবেগ বা প্রেরণ থাকা উচিত। প্রবৃত্তির তাড়না থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে। যাদের অধীনে কেউ কাজ করে তাদের উচিত নিজ অধীনস্তদের সাথেও উত্তম ব্যবহার করা। তাদের সাথে আমাদের আচরণ এমন হওয়া উচিৎ যেন কেউ আমাদের আচরণ বা পুণ্যকে পরীক্ষা করতে চাইলে যেন পরীক্ষা করে নিতে পারে। এটাও দেখা আবশ্যক যে, এসবের মান সে অনুযায়ী কিনা যা আমরা বলি এবং আমরা কথা অনুযায়ী আমল করছি কিনা। যদি মান এমন হয়ে থাকে আর মানুষ যখন আমাদেরকে পরীক্ষা করে তখন যদি বলতে পারে যে, এরা আসলেই এমন; তখনই আমরা বলতে পারি যে, আমরা প্র কৃত মু'মিন আর আমরা বয়আতের দায়িত্ব পালন করছি। আমরা যে বয়আত করি তাতে আরেকটি শর্ত হলো, অহংকারকে পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে বিনয় এবং দীনতার সাথে জীবন যাপন করবো।

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩, পৃ: ৫৬৪)

এই বিনয় এবং দীনতাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কেবল জলসার উদ্দেশ্যাবলীল মাঝেইঅন্তর্ভুক্ত করেন নি বরং আমরা তাঁর কাছে বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছি সেখানে এই অঙ্গীকার রয়েছে যে, আমি বিনয় এবং দীনতার মাঝেজীবন যাপন করবো।সুতরাং এই অঙ্গীকার রক্ষ করা আমাদের দায়িত্ব । আর এটিই সত্যের পানে প্রথম পদক্ষেপ যে, আমরা বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছি তা রক্ষা করতে হবে। তাই, বয়আতের শর্তগুলোও প্র তিনিয়ত পাঠ করা উচিত। সেগুলো পড়ুন এবং দেখুন যে, আমরা কি আসলেই সেগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি এবং সে অনুযায়ী আমাদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করছি? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে জগৎবাসীর সংশোধনের যে দাবি আমরা করি তা ভুল। তার পূর্বে আমাদের নিজেদের সংশোধন করা উচিত। নতুবা আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হব যারা বলে এক আর করে আরেক। আর আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের অপছন্দ করেছেন। আমাদের কর্ম আমাদের সত্যবাদী প্রমাণ করার পরিবর্তে আমাদের মিথ্যাবাদী প্রমাণ করবে। আর যখন কথা ও কাজে এরূপ বৈপরীত্ব থাকবে তখন ধর্ম সেবার দাবি এবং তার জন্য যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা আমরা করে থাকি তা সব ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে।

নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্মওউদ (আ.) সত্য, তাঁর দাবি ও সত্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সফলতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নিষ্ঠাবানদের জামা'ত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু আমাদের অবস্থা যদি এমন না হয় তাহলে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হব না যারা তাঁর জামা'তের সাহায্যকারী হবে। সুতরাং বয়আতের কল্যাণরাজি অর্জনের জন্য নিজেদের অবস্থাকে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তিনি জলসার যেসব উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন সেগুলোর প্র তি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে জলসার এই তিন দিন এই বিষয়ের প্রতি চিন্তা করার সুযোগ আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে। এই দিনগুলোতে বৃথা কথা-বার্তায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে আমাদের সবার আত্মবিশ্লেষণ করে দোয়া, ইস্তেগফার ও দরূদের দিকে মনযোগ নিবদ্ধ রাখা উচিত। কেবল তখনই আমরা এই জলসা থেকে সত্যিকার অর্থে লাভবান হতে পারব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার পুরো জামা'ত এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ কে যেন মনোযোগ সহকারে শোনে যে, যারা এই জামা'তে প্রবেশ করে আমার সাথে ভালবাসা ও শিষ্যত্বের সম্পর্ক রাখে, এর উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন নেক আচার-আচরণ, সৌভাগ্য এবং তাকওয়ার উন্নত মানে উপনীত হয়। আর কোন নৈরাজ্য, দুষ্টামি ও অসাদাচরণ যেন তাদের কাছে ভিড়তে না পারে; এটি হলো তাকওয়ার মানদণ্ড। কোন ধরনের মন্দ বিষয় যেন তাদের মাঝে না থাকে। তিনি আরো বলেন, তারা যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামাত আদায়কারী হয়, মিথ্যা না বলে, মুখের কথায় কাউকে কষ্ট না দেয়, কোন ধরনের অপকর্মে লিপ্ত যেন না হয়, আর কোন দুষ্কৃতি, অন্যায়, নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলার চিন্তাও যেন তাদের মাথায় না আনে। এক কথায় সকল প্রকার পাপ, অপকর্ম, অর্থাৎ সকল প্রকার গুনাহ এবং অপরাধ, আর অকরণীয়, অকথ্য এবং সকল ধরণের প্রবৃত্তির সকল কামনা-বাসনা ও অপকর্ম থেকে যেন বিরত থাকে। অর্থাৎ সকল প্রকার মন্দকর্ম ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা যেন পরিহার করে এবং আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র চিত্ত, নিরীহ এবং বিনয়ী বান্দা হয়ে যায়। এমন মানুষ যেন হয়ে যায়, যাদের হৃদয় পবিত্র, যাদের হাতে কখনো কোন মন্দ কর্ম সাধিত হয় না এবং সর্বদা নম্র স্বভাবের হয়ে থাকে, তাদের মাঝে বিনয় থাকে আর কোন বিষাক্ত উপকরণ যেন তাদের সত্তায় না থাকে। সকল মানবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন যেন তাদের নীতি হয় আর তারা যেন খোদা তা'লাকে ভয় করে। নিজেদের মুখ, হাত এবং চিন্তাভাবনাকে সকল প্রকার অপবিত্রতা এবং নৈরাজ্যমূলক পথ ও খিয়ানত থেকে যেন রক্ষা করে। পাঁচ বেলার নামাযকে অতিশয় আবশ্যকীয় জ্ঞান করে প্রতিষ্ঠিত রাখে আর অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন, আত্মসাৎ, ঘুষ, অধিকার হরণ এবং অন্যায় পক্ষপাতিত্ব থেকে যেন বিরত থাকে। অর্থাৎ মানুষের অধিকার হরণ করা, অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা এবং এর কারণে কারো ক্ষতি করাএসব থেকে বিরত থাক। আর কোন অসৎ সঙ্গ যেন অবলম্বন না করে। অর্থাৎ মন্দ সঙ্গ পরিহার কর। যুবকদেরও স্মরণ রাখা উচিত আর সন্তানের পিতামাতাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, তাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের সন্তানরা যেন কোন অসৎ সঙ্গীর সাথে উঠাবসা না করে, নতুবা তারাও তেমনই হয়ে যাবে। কখনো কখানো জানা যায় না যে, সঙ্গ কেমন, তাই তিনি বলেন, যদি পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, একব্যক্তি যে তাদের কাছে আসা যাওয়া করে এবং তাদের সাথে ওঠাবসা করে ও দেখা সাক্ষাৎ হয় এমন ব্যক্তি খোদা তা'লার নির্দে শ পালনকারী নয় বা বান্দার অধিকার প্রদানের বিষয়ে কোন পরোয়া করে না, বা অত্যাচারী ও মন্দ প্রকৃতিসম্পন্ন এবং অসৎ, এমন ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো, সেই পাপকে নিজের মাঝ থেকে দূর করা, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

করা। এক আহমদীর ভালো সমাজ বা ভালো সঙ্গ হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, এমন ব্যক্তিকে এড়িয়ে চল যে ভয়ঙ্কর। কোন ধর্ম বা জাতি বা দলের লোকের ক্ষতি করার চেষ্টা করো না; অর্থাৎ কারো ক্ষতি করবে না। যে ধর্মেরই লোক হোক, যে জাতিরই অন্তর্ভুক্ত হোক, যে দলের সাথেই সম্পৃক্ত হোক, তোমাদের হাতে কারো ক্ষতি হওয়া উচিত নয়। আর সবার জন্য প্রকৃতঅর্থে শুভাকাঙ্ক্ষী। পরামর্শ যদি দিতে হয় তাহলে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর ন্যায় পরামর্শ দাও। অর্থাৎ তোমাদের কথা এবং কর্ম এমন হওয়া উচিত যেন সেই পরামর্শেরও প্রভাব পড়ে আর কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব যেন না থাকে। তিনি (আ.) বলেন, অনিষ্টকারী, লম্পট,নৈরাজ্যবাদী এবং নোংরা স্বভাবের লোকদের কোনভাবেই তোমাদের বৈঠকাদিতে প্রবেশাধিকার থাকা উচিত নয় আর তোমাদের বাড়িতেও যেন (তারা) থাকতে না পারে,নতুবা তারা যে কোন সময় তোমাদের স্খলনের কারণ হবে। তিনি (আ.) বলেন, আমারজামা'তের মধ্য হতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এসব সদুপদেশের ওপর আমল করা আবশ্যকহবে। আর তোমাদের বৈঠকাদিতে অপবিত্রতামূলক এবং হাসি-বিদ্রুপের আসর যেন না বসে। এছাড়া পবিত্র হৃদয়, পূতপ্রকৃতি ও পবিত্র মন-মানসিকতার অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ কর। অন্যায়ভাবে কারো ওপর আক্রমণ কোরো না আর প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিয়ন্ত্রনে রাখো। ধর্মীয় বিষয়ে কোন সংলাপ বা আলোচনা হলে নম্র-ভাষায় এবং ভদ্রভাবে তার সাথে আলোচনা করো। যদি কেউ অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করে তাহলে সালাম বলে এমন বৈঠক থেকে উঠে যাও বা প্রস্থান করো। খোদা তা'লা তোমাদেরকে এমন এক দলে পরিণত করতে চান যে, যারা গোটা বিশ্বের জন্য পুণ্য ও সততার (ক্ষেত্রে) আদর্শস্থানীয় হবে। তোমরা সাবধান হয়ে যাও এবং সত্যিকার অর্থে ই পবিত্রমনা, নিরহংকারী এবং খোদাভীরু। তোমরা পাঁচবেলার নামায এবং নৈতিক অবস্থার নিরিখে শনাক্ত হবে। অর্থাৎ তোমাদের পরিচয় হলো, তোমরা নিয়মিত পাঁচ বেলা নামায আদায়কারী আর তোমাদের চরিত্র ভাল। এ বিষয়গুলো যদি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে মনে করতে পার যে, তোমরা বয়আতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছ। তিনি (আ.) বলেন, যার মাঝে পাপের বীজ রয়েছে সে এই উপদেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬-৪৮)

এই যে উপদেশ আমি দিচ্ছি, যার অন্তরে পাপের বীজ রয়েছে সে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের দাবি যথাযথভাবে পুরণের তৌফিক দান করুন। আমরা যেন তাঁর উপদেশাবলী এবং প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি আর এই জলসা থেকে যথাসাধ্য লাভবান হয়ে নিজেদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক এবং জ্ঞানগত অবস্থাকে সুন্দরতর করতে সক্ষম হই এবং এসব পুণ্য যেন আমাদের মাঝে স্থায়ী হয়। (আমীন) **********

জলসা সালানা কাদিয়ান প্রসঙ্গে জরুরী ঘোষণা

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য কাদিয়ানের সালানা জলসার বিষয়ে বদর পত্রিকায় ঘোষণা হয়ে এসেছে যে এটি ১২৫তম জলসা। এই ঐতিহাসিক জলসার প্রেক্ষিতে হুযুর আনোয়ার (আই.) কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন, যেগুলি সম্পর্কে জামাতগুলিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এরই মাঝে 'তারিখে আহমদীয়াত কাদিয়ান' (ইতিহাস বিভাগ)-এর তদন্ত ও পর্যালোচনার আলোকে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয় যে-

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য জলসা ১২৫তম সালানা জলসা নয়, বরং ১২৬তম সালানা জলসা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর মঞ্জুরী প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানগুলিও অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। পাঠকবর্গকে এবিষয়ে অবহিত করা হল।

(ভারপ্রাপ্ত নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মরকাযিয়া)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদেররক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন।

অশেষ কল্যাণের সমাহার এই জলসায় প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যেন অবশ্যই আসে যারা পাথেয় বহন করার ক্ষমতা রাখে। তারা যেন প্রয়োজন মত শীতের লেপ-কাঁথা সঙ্গে আনে আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথে তুচ্ছ তুচ্ছ বাধাকে গ্রাহ্য না করে। খোদা তা'লা নিষ্ঠাবানদের প্রতি পদে সওয়াব দান করেন। তাঁর পথে কোনও পরিশ্রম ও কাঠিন্য বিফলে যায় না। আর পুনরায় একথা লেখা হচ্ছে যে, এই জলসাকে সাধারণ মেলার মত মনে করো না। এর ভিত্তি সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয়ের মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি প্রস্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। আর এজন্য তিনি জাতিসমূহকে প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা অচিরেই এতে এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।"

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন। আর পরকারে তাঁর সেই সব বান্দাদের সাথে তাদের উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর অনুগ্রহরাজি ও করুণা ধারা বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের শেষ যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত যেন বিদ্যমান থাকে।

হে খোদা, হে মর্যাদাবান খোদা, হে দাতা ও পরম দয়াময় খোদা, হে দুঃখ নিরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল কর। আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান কর। কেননা, সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আ.) বলেন-

" আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামাল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসুল (সা) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দিই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না, এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি-আমরা এর হিকমত বুঝি না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।"

(নুরুল হক' খণ্ড-১, পৃ: ৫)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

বর্তমানে পৃথিবীর শান্তি আমাদের সামনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়।

সমগ্র মানবজাতিকে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের উর্দ্ধে এসে শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ন্যায় মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

যে দেশ অভিবাসীদের স্বীকার করেছে সেই দেশের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখা এবং নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সে দেশের উন্নতি ও সফলতার জন্য সহায়তা করা প্রত্যেক মুসলমান অভিবাসীর কর্তব্য।

সুইডেনের রাজধানী স্টক হোমে ১৭ ই মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আাই.) ভাষণের শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পাঠ করেন এবং এর ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ! সর্বপ্রথমে আমি । আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক। এই শুভ মুহূর্তে সর্বপ্রথমে আমি আপনাদেরকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ স্বীকার করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

হুযুর আনোয়ার (আাই.) বলেন বর্তমান সময়ে আমরা একটি সংকটপূর্ণ কালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমার মতে এই সময় পৃথিবীর শান্তি আমাদের সম্মূখে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। এই সংকটপূর্ণ সময়ে আমরা কিভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করব? আমার মতে সমগ্র মানবজাতিকে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের উর্দ্ধে এসে শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ন্যায় মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোন ব্যক্তির ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্ম বা জাতিকে ভিত্তি করে তার সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করার কোন সুযোগ যেখানে থাকবে না। এই কারণে প্রশাসন এবং ধর্ম উভয়কে যাবতীয় প্রকারের বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে। স্বেচ্ছায় যে কোন ধর্মমত অবলম্বন করার স্বাধীনতা যেন প্রত্যেকেরই থাকে। কেননা, তার ধর্ম-বিশ্বাস তার ব্যক্তিগত বিষয় যার সম্পর্ক কেবল তার মন ও মস্তিষ্কের সঙ্গে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির তার ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলার এবং তার উপর অনুশীলন করার স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এটি সময়ে দাবি, আমাদের সকলকে সত্য এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার বাসনা পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলি অস্থিরতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা এই সকল দেশগুলির প্রশাসন এবং তাদের নেতৃত্ববর্গ নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রদি ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু প্রাচ্যের অধিবাসীদেরও নিজেদেরকে এই বিপদ থেকে নিরাপদ মনে করা উচিত নয়। কেননা বর্তমান যুগে পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়ে একটি বিশ্ব-গ্রামে পরিণত হয়েছে, এবং পৃথিবীর কোন একটি অংশের নৈরাজ্য ও অস্থিরতার প্রভাব কেবল সেই অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আমরা লক্ষ্য করছি যে, মুসলিম বিশ্বে বিরজমান অস্থিরতা দিন-প্রতিদিন বহির্বিশ্বেও প্রভাব ফেলছে। বস্তুতঃ এর প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা এখানে সুইডেনেও লক্ষ্য করেছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখন দীর্ঘ যাত্রা করা অনেক সহজ হয়েছে। বিগত বছরেই কোটি কোটি সংখ্যায় না হলেও লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সিরিয়া ও ইরাক থেকে উন্নত ও নিরাপদ ভবিষ্যতের সন্ধানে এখানে প্রাচ্যের বিশ্বে পলায়ন করে এসেছে। সুইডিশ প্রশাসন এবং জনতা উদারতাবশতঃ এই দেশের জনসংখ্যার অনুপাতের দৃষ্টিতে নিজের অংশের থেকেও অনেক বেশি শরণার্থীদের স্বীকার করেছে। এত বিশাল সংখ্যায় শরণার্থীদের নিজেদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত যথোচিত বলে প্রতীত হয় এবং প্রমাণ করে যে সুইডেন দয়ালু এবং উদার মানুষে পরিপূর্ণ একটি দেশ। আপনাদের এই উদারতা এখানে আগত শরণার্থী এবং অভিবাসীদের উপর একটি বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করে, এবং তাদের নিকট দাবি করে যে, তারা যেন এখানে একজন শান্তিকামী নাগরিক হিসেবে বসবাস করে এবং এখানকার প্রশাসন এবং এখানকার অধিবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়া (আই.) বলেন: বস্তুত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) আমাদেরকে এই শিক্ষায় প্রদান করেছেন যে, যে -ব্যক্তি নিজের সঙ্গীর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না, সে খোদা তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। অতএব এই দেশ যে তাদেরকে এখানে থাকার এবং এখান থেকে সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অনুমতি দিয়ে তাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছে সেটিকে সর্বদা স্মরণ রাখা এই সকল অভিবাসী এবং শরণার্থীদের একটি ধর্মীয় কর্তব্য। এই সব শরণার্থীরা শান্তির সন্ধানে নিজেদের পুরোনো জীবন ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং এখন যখন তারা শান্তি ও নিরাপত্তা পেয়েছে, তখন এই দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করা এবং এই দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা কি তাদের কর্তব্য নয়? সমস্ত শরণার্থীদের কর্তব্য হল সমাজের উপযোগী অংশে পরিণত হওয়া, এবং স্মরণ রাখবেন, ইসলামের নবী হযরত মহম্মদ (সা.) এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, মুসলমান হিসেবে নিজের দেশের সঙ্গে ভালবাসা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। অতএব যে দেশ অভিবাসীদের স্বীকার করেছে সেই দেশের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখা এবং নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সে দেশের উন্নতি ও সফলতার জন্য সহায়তা করা প্রত্যেক অভিবাসীর কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রশাসনেরও এটি দায়িত্ব যে, তারা যেন কেবল এই অভিবাসীদের পুনর্বাসনের পিছনেই লেগে না থাকে যার ফলে তাদের নিজের দেশের নাগরিকদের অধিকার উপেক্ষিত হয়। পূর্ব থেকেই এমন খবর আসছে যে, স্থানীয় বাসিন্দারা মিডিয়ার কাছে অভিযোগ করেছে যে, অভিবাসীদেরকে তাদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী একজন স্থানীয় পৌঢ়ার উপযুক্ত চিকিৎসা করা হয় নি। হাসপাতালে অবস্থান কালে তাকে সঠিক ভাবে খেতেও দেওয়া হয় নি। অথচ অভিবাসীদের খুব ভালোভাবে যত্ন নেওয়া হচ্ছে। আল্লাহই উত্তম জানেন যে এই রিপোর্টটি কতদূর সঠিক। কিন্তু যদি এই রিপোর্টে কোন সত্যতা থেকে থাকে তবে বিষয়টি উদ্বেগজনক ও ভয়াবহ। যদি অভিবাসীদেরকে ভবিষ্যতেও এমন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে তবে ভয়াবহ পরিণাম প্রকাশ পেতে পারে। এই ধরণের ন্যায় বহির্ভূত আচরণের কারণে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ ও হতাশার সঞ্চার হবে যা খুব সহজেই অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষে পর্যবসিত হতে পারে। সুইডিশ জাতির উদারতার সুখ্যাতি দীর্ঘকাল থেকেই। কিন্তু তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের আচরণে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে যার ফলে সমাজের শান্তি বিপন্ন হতে পারে। তখন এই পরিবর্তন অভিবাসন এবং অখণ্ডতার ইতিবাচক প্রভাবের উপকারের পরিবর্তে ঘৃণা ও সংঘাত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্থানীয় মানুষদের অধিকার যেন কোনক্রমেই উপেক্ষিত না হয় বা কোন প্রকার মন্দ প্রভাব যেন না পড়ে তা নিশ্চিত করার জন্য আমি প্রশাসন এবং নীতি নির্ধারকদেরকে পরামর্শ দিব। এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং এদিকে অত্যন্ত সতর্কতা ও মনোযোগের সাথে দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা, স্থানীয় মানুষদের মধ্যে অভিবাসীদের জন্য বিতৃষ্ণা জন্ম নিয়ে নেয় তবে এর ভয়ানক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে থাকবে। স্থানীয় নাগরিকরা শরণার্থীদের বিরুদ্ধে হয়ে যাবে যার ফলে মুহাজিরদেরকে হয়তো সমাজ

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)**

থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। এবং হয়তো একাকিত্বের কারণে কিছু শরণার্থী উগ্রপন্থীদের খপ্পরে পড়ে কট্টর পন্থার শিকারে পরিণত হবে। এমনও হতে পারে যে, এই ভাবে তারা এমন অশুভ তন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে যার ফলে দেশের শান্তি ও স্থিরতা বিপন্ন হয়ে উঠবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: খোদা না করুক, যদি এমন উগ্রপন্থীরা তাদের কয়েকজনকেও কট্টরপন্থীতে পরিণত করতে সক্ষম হয়ে যায় তবে সেটি এই জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ, শান্তি ও নিরাত্তার জন্য একটি মস্ত বিপদে পরিণত হবে। অতএব যেরূপ আমি বলেছি, একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উগ্রপন্থার বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রশাসন একদিকে যেমন এই সকল শরণার্থীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে, তেমনি প্রশাসনকে তাদের নিকটও এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে যে, এই সকল শরণার্থীদের কাছে তাদের প্রত্যাশা হল তারা যেন যথাশীঘ্র স্বনির্ভর হয়ে ওঠে এবং সমাজ কল্যাণে নিজেদের অবদান দেয়। অন্যদিকে স্থানীয় নাগরিকদেরকেও একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সুইডেন মানবতার সেবাকে নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে মনে করে এই সকল শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দান করেছে। এই কারণে তাদের উচিত সেবা ও ভালবাসার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবাগতদেরকে স্বাগত জানানো। আমি পুনরায় বলব যে, এই সকল শরণার্থীদের নিজেদের সমাজের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে রাখার বিষয়টিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া জরুরী। নচেৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যতদূর পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষার সম্পর্ক, আমি এবিষয়ে আপনাদেরকে পুনরায় আশ্বস্ত করতে চাই যে, ইসলাম সকলের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও ভালবাসার ধর্ম। ইসলাম মুসলমানদের নিকট দাবী করে, তারা যেন নিজেদের দেশকে ভালবাসে, বিশ্বস্তার সম্পর্ক রাখে এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলে। এখানকার মুসলমান নেতৃবৃন্দকে পশ্চিমা বিশ্বে আগমণকারী সকল মুহাজিরদেরকে এই বার্তাই দেওয়া উচিত। এদেরকে এই উপদেশ দেওয়া উচিত যে, দেশ ও জাতির প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া তাদের কতর্ব্য। তাদেরকে এই বিষয়টি স্মরণ করানো উচিত যে, তারা এক নবজীবন লাভ করেছে এবং নিজেদের সন্তানদের এমন একটি দেশে লালন-পালন করার সুযোগ লাভ করেছে যেখানে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই। এই কারণে এই নতুন দেশকে মূল্য দেওয়া এবং এর প্রতি যত্নবান হওয়া তাদের আবশ্যিক কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই বিষয়টি সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের সম্মুখে কিছু ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করব। আমার বিশ্বাস এই শিক্ষামালা স্থানীয় স্তরে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। কুরআন করীমে সূরা আল-মায়েদা-র ৯নং আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন: তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর।

এই আয়াতের শব্দগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। এখানে মুসলমানদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধেও বিদ্বেষ পোষণ না করে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নেয়। বরং তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তারা যেন সর্বত্র ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। লক্ষ্য করে দেখুন যে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি কিরূপ অনন্য শিক্ষা। ইসলাম কেবল মুসলমানদের ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকারই নির্দেশ দেয় নি বরং ন্যায়-নীতি যা দাবি করে সেই মানও নির্ধারণ করে দিয়েছে । কুরআন করীমের সূরা নিসার ১৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন: "তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজের বা পিতামাতার এবং স্বজনগণের বিরুদ্ধেই যায়।"

অতএব ইসলাম শিক্ষা দেয়, একজন মুসলমানকে সত্য এবং ন্যায়-নীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের মাতা-পিতা, নিকটজন, আত্মীয়-স্বজন এবং এমনকি নিজের বিরুদ্ধে পর্যন্ত সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। সন্দেহাতীতভাবে ন্যায়-নীতির জন্য এর থেকে উত্তম মান হওয়া সম্ভবই নয়। অতএব এই শিক্ষাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বার।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন করীমে সূরা হুজরাতের ১০ নম্বর আয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সোনালী নীতি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'লা বলেন, যখন দুটি দেশ বা দু'টি গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন অন্যান্য দলসমূহের উচিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই লড়াইয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করা। যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব না হয় তবে অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পৃথিবী যদি এই নীতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয় তবে মানবজাতি সম্ভাব্য যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার সময়টুকু পেতে পারে।

রিপোর্টের শেষাংশ...

ছয় ঘন্টা যথেষ্ট। কয়েক বছর পূর্বে আমি রাশিয়ানদের সম্পর্কে কোথাও পড়েছিলাম যে, তাদের অনেক ছাত্র প্রত্যহ ১৪ ঘন্টা অধ্যাবসনার কাজে নিয়োজিত থাকে। আপনি যদি পরিশ্রমী হন, তবে অন্ততঃপক্ষে ১২ ঘন্টা পড়তে পারবেন। পড়াশোনা না করলেও এই সময়টুকু জামাতের কাজে ব্যয় করুন। দৈনিক ১২ ঘন্টা কাজ করলেও আপনি অনায়াসে ছয় ঘন্টায় ঘুম পুরো করে নিতে পারবেন।

এরপর সহায়ক সদর সাহেব quranfacts.com এর ওয়েব সাইট দেখান। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে সহায়ক সদর বলেন, এই ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তুর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুরব্বীদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এক আমেলা সদস্য সমাজমাধ্যম ও ফেসবুকে তবলীগ করার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা চান। হুযুর আনোয়ার বলেন, ট্রাম্পের কারণে টুইটার বেশ জনপ্রিয়। আমার মতে টুইটারে বেশি ভাল প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। ট্রাম্প হয়তো এই কারণেই এটি ব্যবহার করে।

এক আমেলা সদস্য বলেন, আমি শুনেছি যে ইউনির্ভার্সিটি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য ধর্মের স্কলারদের সঙ্গে বিতর্ক করা নাকি উচিত না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি তো একথা বলি নি। ধর্মীয় আলোচনা ও বিতর্ক থেকে আপনাদের পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আলোচনা বা বিতর্ক শুরু হওয়ার পূর্বে কিছু শর্ত নির্ধারণ করে রাখা উচিত। যেমন- কোনও ধর্মের ধর্মগুরুকে গালি দেওয়া যাবে না আর প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা কেবল নিজ ধর্মের গুণাবলী বর্ণনা করবে। এর দৃষ্টান্ত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর থেকে পাওয়া যায়। সেই যুগে একটি ধর্মীয় বিতর্ক সভা আয়োজিত হয়েছিল, যার প্রধান শর্ত ছিল, বিতর্কে অংশগ্রহণকারী কেউই অন্য ধর্মকে গালমন্দ করবে না, কেবল নিজের নিজের ধর্মের গুণাবলী বর্ণনা করবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)- উক্ত সভার জন্য 'ইসলামি নীতি-দর্শন' পুস্তক রচনা করেছিলেন। আপনারাও এই ধরণের বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বিতর্কিত বিষয় নিয়ে বির্তক করবেন না। আপনারা অবশ্য নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু অন্যের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমে তারা ক্রোধ প্রকাশ না করার বা কুৎসিৎ ভাষা প্রয়োগ না করার প্রতিশ্রুতি দিলেও, কিছুক্ষণ পর বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, মুখে যা আসে বলে ফেলে। অনেক সময় অত্যন্ত অকথ্য ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করে দেয়।

একজন আঞ্চলিক কায়েদ বলেন, যে সমস্ত খুদ্দাম সক্রিয় নয়, তদের সঙ্গে যোগাযোগের সময় কি ধরণের ভাবগতি থাকা দরকার?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি পূর্বে এ বিষয়ে একবার কথা বলেছি। এর সব থেকে ভাল উপায় হল পদাধিকারীগণের এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ থাকা দরকার। আপনারা এমন একটি দল গঠন করুন যাদের ঈমান দৃঢ় হবে, যারা এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলার মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র তৈরী করার চেষ্টা করবে। সব থেকে ভাল উপায় হল ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এরজন্য আপনাদেরকে সৎ, ভদ্র ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী খুদ্দামদেরকে এই দলে রাখতে হবে, যাদের বয়স ২০-৩০এর মধ্যে হবে,কিম্বা বিভিন্ন বয়স অনুপাতে দল তৈরী করতে পারেন। কেননা এই ধরণের সমস্যা প্রত্যেক বয়সের মানুষের মধ্যে লক্ষ্যণীয়। তাই যে সমস্ত খুদ্দাম সক্রিয় নয়, তাদের সমবয়সী খুদ্দামদেরকে দলে রাখুন। কিন্তু যাদেরকে দলে রাখছেন, তারা যেন নিজেরাও পোক্ত আহমদী হয়, তাদের ঈমান দৃঢ় হয় আর ধর্ম সম্পর্কেও যেন তারা ওয়াকিবহাল হয়।

যুগ খলীফার বাণী

"ওয়াকফীনে নওদেরকে ধর্মকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে কাজ করার চেষ্টা করা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৮ শে অক্টোবর, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

যুগ খলীফার বাণী

" খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি করা এবং এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করাই আমাদের পরম কর্তব্য।।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪৫শে মার্চ, ২০১৯)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

বিগত ছয় বছরে অশেষ পরিশ্রম করেছেন। অনুরূপভাবে সেই সমস্ত মুহতামিম ও নায়েব সদরগণের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যারা এবছর অবসর নিচ্ছেন। আপনারা তাদের জন্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজনও করতে পারেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে মুহতামিম মাল বলেন, তাদের বাজেট ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৯৭ ডলার।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মানুষ ত্রিশ-চল্লিশ বছর বয়সে নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকে, বা বলা যায় তাদের উপার্জন অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই সমস্ত খুদ্দাম যদি সঠিক হারে চাঁদা দেয়, তবে আপনাদের এই বাজেট দ্বিগুণ হতে পারে।

একথার উত্তরে মুহতামিম মাল বলেন, আমার অনুমাণ সমস্ত খুদ্দাম নিজের উপার্জন অনুসারে চাঁদা দিলে দ্বিগুণের বেশি বাজেট বৃদ্ধি পাবে। হয়তো কুড়ি লক্ষ ডলারে পৌঁছে যাবে। হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি কুড়ি লক্ষের কথা বলছেন। বেশ তো, এবছর না হয় দশ লক্ষের লক্ষ্যমাত্রাই স্থির করুন। কিন্তু খুদ্দামরা যেন এমনটি ভেবে না বসেন যে তারা কোন কর দিচ্ছেন, বরং এই চাঁদা তাদেরই মঙ্গলের জন্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি সেক্রেটারী সক্রিয় হয়, স্থানীয় স্তরে নাযিম তরবীয়ত সক্রিয় থাকে আর যথাযথভাবে খুদ্দামদের তরবীয়ত করেন, তাদের দায়িত্বাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তবে এভাবে তারা মাল ও অন্যান্য বিভাগকেও সাহায্য করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার উপর ঈমান আনার পর নামাযের হুকুম রয়েছে। এরপর তৃতীয় স্থানে কুরবানীর কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে যে সমস্ত নেয়ামতরাজি দান করেছেন সেগুলি থেকে কুরবানী কর।

এরপর মুহতামিম মাল বলেন, আমরা যখন ইনকাম বাজেট সংগ্রহ করি, তখন কায়েদগণ সেই সব খুদ্দামদের নামের পাশে শূন্য বসিয়ে দেন যাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তাদের দাবি, যেহেতু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, তাই তাদেরকে বাজেটে রাখছি না। যে সব খুদ্দামদের সঙ্গে যোগাযোগ খুব কম, তাদের বাজেট কি শূন্য রাখার পরিবর্তে ৬০ ডলার বা সর্বনিম্ন মানের বাজেট রাখা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এমন খুদ্দামদের জন্য চেষ্টা করা নাযিম তরবীয়তদের কর্তব্য। নাযিম তরবীয়ত গণের মাঝে যদি সেই স্পৃহা থাকে, এমন খুদ্দামদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে, তবে তারা মসজিদে আসবে। এমন খুদ্দামরা যদি মসজিদে আসতে আরম্ভ করে, জামাতের অনুষ্ঠানে আসতে আরম্ভ করে, তবে নাযিম মালের সঙ্গে নিজে থেকেই যোগযোগ তৈরী হয়। যদি তারা বলে, নিজেদের আয় অনুসারে চাঁদা দিতে সক্ষম নয়, বরং এতটা দিতে পারবে, তবে তারা যেটুকু দেয় নিয়ে নিন। এমন খুদ্দামদেরকে অনিবার্যভাবে আয় অনুযায়ী চাঁদা দিতে বাধ্য করা আবশ্যক নয়। প্রথম প্রথম যেটুকু চাঁদা দেয়, নিয়ে নিন। খুদ্দামুল আহমদীয়ার চাঁদা হোক, ওয়াকফে জাদীদের হোক বা তাহরীকে জাদীদের হোক-এগুলি আবশ্যিক চাঁদা নয়। সদর খুদ্দামুল আহমদীয়া কিছুটা ছাড় দিতে পারেন।

মুহতামিম মাল বলেন, কতজন উপার্জনশীল চাঁদা দিচ্ছেন সে সম্পর্কিত তথ্য তাঁর কাছে নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: স্থানীয় স্তরে নাযিম তাজনীদ যদি সক্রিয় থাকে, তবে তাদের কাছে এই তথ্য থাকে যে কারা উপার্জন করে আর কারা করে না। এর অর্থ এই নয় যে আপনি সব কিছু হাতের কাছে তৈরী পাবেন। প্রত্যেক নাযিম মাল বা কায়েদের উচিত প্রত্যেক খুদ্দামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যোগাযোগ করা। এখানে যুক্তরাষ্ট্রে জামাতের সংখ্যা নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ নয়। প্রত্যেক মজলিসে খুদ্দামদের সংখ্যা ১০০ -এর বেশি হবে না। গোটা এলাকায় মোট ৪০০জন খুদ্দাম রয়েছেন, এমনটাই বলছিলেন। আপনি যদি একথা বলেন যে, খুদ্দামদের সংখ্যা অনেক, তাই যোগাযোগ করা যায় না, তবে এটি মিথা অজুহাত। সংখ্যা কম হলে প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখা কোনও কঠিন কাজ নয়। আপনাকে নিজের সংশ্লিষ্ট নাযিমকে সক্রিয় করতে হবে। কেবল চাঁদা-সংক্রান্ত বিভাগকে সক্রিয় করা কাজ নয়, প্রত্যেক মুহতামিমকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নাযিমদেরকেও সক্রিয় করতে হবে। স্থানীয়ভাবে সমস্ত নাযিম সক্রিয় হয়ে উঠলে আপনি নিজেই এক বিরাট পরিবর্তন ঘটতে লক্ষ্য করবেন।

সদর মজলিস সাহেব বলেন, তিনি রিপোর্টগুলি পর্যালোচনা করে মুহতামিমদের কাছে পাঠিয়ে দেন। হুযুর বলেন, প্রত্যেক স্থানীয় কায়েদের সঙ্গে সদর মজলিসের ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা চায়। তাই প্রতি মাসে সম্ভব না হলে অন্তত দুই-মাস অন্তর মজলিসগুলির রিপোর্টের উপর আপনার মন্তব্য থাকা বাঞ্ছনীয়। সংশ্লিষ্ট মুহতামিম প্রতি মাসে নিজের বিভাগের রিপোর্টের উপর মন্তব্য লিখে পাঠাবেন। অনুরূপভাবে মুতামিদের উচিত প্রতি মাসে কায়েদ এবং আঞ্চলিক কায়েদগণের রিপোর্টের উপর মন্তব্য লিখে পাঠানো।

মুতামিদের দায়িত্ব হল অফিসে এসে খুদ্দামদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ তৈরী করা। আপনাদের কাছে প্রিন্টার থাকা চায়। সমস্ত নথির প্রিন্ট বের করে অফিসে সংরক্ষিত থাকা উচিত।

মুতামিদ সাহেব বলেন, আমাদের রিপোর্টগুলি গুগল ড্রাইভে সংরক্ষিত থাকে, সেখান থেকে আমরা সেগুলিকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করি। হুযুর আনোয়ার বলেন, এমন জিনিসের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবেন না। আপনাদের কাছে কাগজে ছাপানো অবস্থায় সংরক্ষিত থাকা উচিত। খুব বেশি সময়ের জন্য নথিগুলিকে অনলাইন রাখবেন না। এই ডেটাগুলি পেনড্রাইভে রেখে দেওয়ার পর বা সেগুলিকে প্রিন্ট করার পর অনলাইন থেকে সমস্ত ডেটা মুছে দিন। অন্ততপক্ষে চাঁদা-সংক্রান্ত বিভাগের যে সমস্ত তথ্য রয়েছে, সেগুলিকে অবশ্যই মুছে দিবেন। অনুরূপভাবে খুদ্দামদের যদি কোনও ব্যক্তিগত তথ্য সেখানে থাকে, তবে সেগুলিও মুছে দিন। যুক্তরাষ্ট্রে আপনারা ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তির উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

একজন খুদ্দাম বলেন, গত দশ বছরের চাঁদা সংক্রান্ত তথ্য সবই অনলাইনে রয়েছে। আমাদের ব্যবস্থাপনা অনলাইন ডেটা নির্ভর। হুযুর আনোয়ার বলেন, ব্যবস্থাপনা অনলাইন হলে অবশ্য ক্ষতির কিছু নেই, কিন্তু পুরোনো নথি ও তথ্যবলী অন-লাইন রাখবেন না। এগুলিকে অন্যত্র কোথাও সংরক্ষিত রাখুন। খোদা না করুক যদি এই তথ্য হ্যাক হয়ে যায়, তবে আপনাদের কাছে কিছুই থাকবে না।

সহায়ক সদর বলেন, আমাদের কাছে ডেটা ব্যাকআপ করার ব্যবস্থা নেই। আমাদের চাঁদা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা বেশ পুরোনো। আমরা সেটিকে আপডেট করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সময় পাই নি।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে এক খাদিম বলেন, জামাতের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা রয়েছে, যেটি অনলাইন নয়। তারা প্রতি মাসে তথ্যগুলিকে ব্যাকআপ দেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি জামাত এভাবে ডেটা ব্যাকআপ করে সেগুলিকে সংরক্ষিত রাখছে, তবে আপনারা কেন করছেন না? পূর্বে এ.আই.এম.এস-এর সমস্ত ডেটা কেন্দ্রে পাঠানো হত, আর সেগুলি সেখানে সংরক্ষিত থাকত। কিন্তু সেগুলি ছিল বাজেট, খরচ ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত। কিন্তু সমস্ত ডেটা পাঠানো হয় না।

এরপর হুযুর আনোয়ার মুহতামিম মালকে সম্বোধন করে বলেন, এবছর আপনি যদি ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি করতে পারেন, তবে আপনার দশ লক্ষ ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। যারা বেশি সম্পদশালী নয়, আর তারা মনে করে যে আয় অনুসারে চাঁদা দিতে পারবে না, তাদেরকে আপনি ছাড় দিতে পারেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সামর্থবানদেরকেও ছাড় দেওয়া হবে। সামর্থবান খুদ্দামদের উচিত নিজেদের আয় অনুসারে চাঁদা দেওয়া।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের কাজ হল খুদ্দামদেরকে চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো। মুহতামিম তরবীয়তকে এ বিষয়ে চাঁদা বিভাগকে সাহায্য করতে হবে। যুক্তরাজ্যে কিছু খুদ্দাম ছিল, যারা কখনও চাঁদা দেয় নি। কেবল মজলিসের চাঁদা নয়, বরং জামাতের কোনও চাঁদাই তারা কখনও দেয় নি। কিন্তু ইজতেমার সময় আলোচনা সভার ও প্রশ্নোত্তর সভার মাধ্যমে তারা চাঁদার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। আর তারা যখন জানতে পারল যে চাঁদা কোন কোন খাতে খরচ হয়, তখন অনেক খুদ্দাম স্বতস্ফূর্তভাবে মজলিসের নাযিম মালের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাঁদা দিয়েছে। তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করেছে, আর চাঁদা কোথায় খরচ করা হয়, সেকথাও জানতে পেরেছে। পূর্বে তাদের ধারণা ছিল কেবল জামাতের পদাধিকারীদের অভিজাতপূর্ণ আপ্যায়নের উদ্দেশ্যেই এই চাঁদার অর্থ ব্যয় হয়। চাঁদা কোন কোন কাজে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণাই ছিল না। তাই চাঁদা কোথায় কোথায় ব্যয় হয় সে কথা জানা থাকলে তারা চাঁদা দিতেও উৎসাহী হয়। এর ফলে কেবল খুদ্দামদের চাঁদার ক্ষেত্রেই উন্নতি ঘটে না, বরং জামাতের অন্যান্য চাঁদার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি আসবে।

মুহতামিম তবলীগ বলেন, আর্থিক কুরবানীর প্রসঙ্গ এলে এমন খুদ্দামদেরকে প্রথমে জামাতের চাঁদার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত না কি খুদ্দামুল আহমদীয়ার চাঁদার বিষয়ে? হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা প্রথমে তাদেরকে জামাতী চাঁদার প্রতিও অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। কিন্তু তারা যদি বলে আপাতত আমাদের কাছে কেবল খুদ্দামুল আহমদীয়ার চাঁদা নিন, তবে সেটিই নিবেন। তাদেরকে কাছে টানতে এবং তাদেরকে আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে

উদ্বুদ্ধ করতে প্রথমে যে খাতে তারা চাঁদা দিতে ইচ্ছুক তা গ্রহণ করুন। নওমোবাঈন বা দুর্বল আহমদীদের জন্যও এই পন্থা অলম্বন করুন। তারা যদি কেবল তাহরীকে জাদীদের চাঁদাই দিতে চায়, তবে তাই ভাল। কিন্তু এর পাশাপাশি তাদেরকে জামাতের অন্যান্য চাঁদার গুরুত্বের বিষয়েও সচেতন করতে হবে। কোন খাদিম যদি নিজের আয় অনুসারে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার চাঁদা দিচ্ছে, তবে এমন খুদ্দামদের বলুন লাজমী বা আবশ্যকীয় চাঁদা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। এমন পরিস্থিতিতে মুহতামিম মাল বা সদর মজলিস সিদ্ধান্ত নিবেন যে সেই চাঁদা লাজমী চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করা হবে নাকি মজলিসের চাঁদা হিসেবে। যাইহোক যে সমস্ত খুদ্দাম নিজেদের আয় অনুসারে চাঁদা দিচ্ছে, আর যাবতীয় নিয়ম কানুন মেনে চলছে, তাদেরকে জামাতের অন্যান্য চাঁদা প্রদানের জন্য বলুন।

এরপর মুহতামিম তবলীগ বলেন, জামাতী কর্মসূচি আমাদের কতদূর অনুসরণ করা উচিত? যদি জামাতের কোনও তবলীগি কর্মসূচি থাকে, তবে কি আমাদেরকে সেই সব অনুষ্ঠান অনুসরন করা উচিত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের নিজস্ব কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করা উচিত, তবে যদি কোনও জামাতী কর্মসূচি থাকে, তবে অঙ্গসংগঠনগুলির উচিত জামাতী অনুষ্ঠানেও পূর্ণ সহযোগিতা করা। অঙ্গ সংগঠনগুলিও জামাতেরই অংশ। কাজেই জামাত যদি কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তবে সহযোগিতা করা উচিত এবং সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে পূর্ণ উদ্যমে অংশগ্রহণ করা উচিত। এছাড়াও আপনাদের যে সমস্ত বাৎসরিক পরিকল্পনা বা কর্মসূচি রয়েছে সেগুলির জন্য সদর সাহেবের সুপারিশ সহকারে আমার কাছেও মঞ্জুরী নেওয়ার পর যেন সেগুলি ক্রিয়ান্বিত হয়। কিন্তু যেখানেই জামাতের অনুষ্ঠান ও অঙ্গ সংগঠনগুলির অনুষ্ঠানের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়, সেখানে জামাতী অনুষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। খুদ্দামুল আহমদীয়া ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনগুলিকে জামাতের অনুষ্ঠানসমূহে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে।

মুহতামিম তালিম বলেন, জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে 'তাহের একাডেমি'-তে ছোটদের ক্লাসের আয়োজন হয়, তাদের পরীক্ষাও নেওয়া হয়। আমাদেরকে কি আতফালুল আহমদীয়ার জন্য পৃথক প্রশ্ন পত্র তৈরী করা উচিত, নাকি জামাতীয়ভাবে যে পরীক্ষার আয়োজন হয় সেটিই তাদের জন্য যথেষ্ট?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের পাঠক্রম ও অনুষ্ঠান রয়েছে, যেমন- ওয়াকফে নওদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, খুদ্দামুল আহমদীয়ারও পৃথক অনুষ্ঠান হয় আর জামাতেরও নিজস্ব অনুষ্ঠান রয়েছে।

কায়েদ আমুমী বলেন, সমস্ত মজলিসে বিভিন্ন প্রকারের অনুষ্ঠান হয়, যেগুলির বিষয়ে মজলিসগুলির রিপোর্টে উল্লেখ থাকে। হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি জামাতের পক্ষ থেকে 'তাহের একাডেমি' চালু থাকে, তবে লাজনা ইমাউল্লাহ্ ও খুদ্দামুল আহমদীয়ার উচিত জামাতের সঙ্গে সহযোগিতা করা। এই একাডেমিতে ওয়াকফে নও-এর পাঠক্রমের ধাঁচে যথারীতি একটি পাঠক্রম থাকা উচিত। এই পাঠক্রমের জন্য খুদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনা ইমাউল্লাহ্ যদি কোনও প্রস্তাব দেয়,তবে সেগুলিকেও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এখন যুক্তরাজ্য এবং আরও কিছু দেশেও ওয়াকফে নওদের পাঠক্রমের ধাঁচে খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাউল্লাহ্ নিজেদের তালীমি ও তরবীয়তি পাঠক্রম তৈরী করছে, যাতে ওয়াকফে নওদের মনে এই ধারণার উদ্রেক না হয় যে তারা অন্য পর্যায়ের বা অন্য বাচ্চাদের থেকে ভিন্ন ও উন্নত। এই উদ্দেশ্যে যথারীতি একটি পূর্ণাঙ্গীন ও কার্যকরী নীতি প্রনয়ণ করা যেতে পারে। যদি জামাত এবং অঙ্গ সংগঠনগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে, তবে এই ধরণের অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি জামাতের সেক্রেটারীর বিষয়ে কোনও সমস্যা থাকে, তবে আপনি জামাতের আমীর সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে পারেন। আমরা তখনই উন্নতি করতে পারব, যখন আমাদের অনুষ্ঠানসমূহে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকবে। কেউ যদি সহযোগিতা না করে, তবে সদর সাহেবের মাধ্যমে আমীর সাহেবের কাছে সে কথা পৌঁছে দিন আর সমস্যার সমাধান বের করুন। এরপরেও যদি সমস্যার নিদান না হয়, তবে আমাকে লিখুন।

এক আমেলা সদস্য বলেন, এখানে আমেরিকায় কিভাবে 'সায়েকীন' ব্যববস্থাপনা যথাযথ উপায়ে বাস্তবায়িত করতে পারি? হুযুর আনোয়ার বলেন:এই ব্যবস্থাপনা কার্যকর হলে অত্যন্ত উপযোগী সাব্যস্ত হবে। আপনি যদি তৃণমূল স্তরে কাজ করেন, তবে খুদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মসূচিতে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। আতফালুল আহমদীয়া এবং খুদ্দামুল আহমদীয়ার উপস্থিতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। আমি নিজে আতফাল থাকাকালীন প্রথমে 'সায়েক' হয়েছিলাম, পরে আতফালদের সহকারী- মুনতাযিম ও মুনতাযিম হয়েছিলাম। এরপর যয়ীম মজলিস হিসেবে কাজ করেছি। রাবোয়ায় নাযিম উমুমী হিসেবেও কাজ করেছি। পরে জাতীয় স্তরে মুহতামিম হিসেবে খিদমত করেছি। একজন সাধরণ আতফাল হিসেবে আমার প্রশিক্ষণ আরম্ভ হয়েগিয়েছিল। আপনি কখনও খুদ্দামুল আহমদীয়ার কোনও ক্লাসে বা তরবীয়তী ইজলাসে অংশগ্রহণ করলেন না, অথচ একদিন আপনাকে ডেকে বলে দেওয়া হল যে আপনি আজ থেকে অুমক বিভাগের মুহতামিম। এমনটি তো হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজে তৃণমূল স্তরে প্রশিক্ষণ না পাচ্ছেন, আপনি এই প্রশিক্ষনের উপযোগিতা বুঝে উঠতে পারবেন না। তাই একেবারে গোঁড়া থেকে এই প্রশিক্ষন আরম্ভ করুন।

একজন আমেলা সদস্য বলেন, স্থানীয় মজলিসগুলিতে প্রতি মাসে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। স্থানীয় আমেলা সদস্যদেরও কি এমন মাসিক মিটিং করা উচিত? হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি 'হালকা যয়ীম' থাকাকালীন রাবোয়ায় কায়েদ থাকত না। স্থানীয় মুহতামিম এবং নাযিমের পদ ছিল। সেই কারণে যয়ীমদের সঙ্গে মুহতামিদের মিটিং হত, এখনও হয়। যতদূর সম্ভব, পরিস্থিতি অনুকুল হলে মিটিং হয়। রাবোয়া ছোট্ট একটি শহর, যার জনসংখ্যা ৪৫-৫০ হাজার আহমদী। খুদ্দামদের সংখ্যা ১২ থেকে তেরো হাজার। সত্তরটি মজলিস রয়েছে, প্রত্যেকটি মজলিসের নিজস্ব যয়ীম রয়েছে। যাদের নিজস্ব আমেলা সমিতি রয়েছে, তাদের প্রতি মাসে মিটিং হয়। স্থানীয় মুহতামিম যয়ীম ও নাযিমদের সঙ্গে পৃথক ভাবে মিটিং করেন। এছাড়াও সকলকে সঙ্গে নিয়ে একটি সাধারণ মিটিংও হয়। তাই তৃণমূল স্তরে যে কায়েদ বা যয়ীম রয়েছেন, তারা মাসে দুই বার করে মিটিং করেন। অবশ্য এখনকার পরিস্থিতি আমি অতটা ভালভাবে বলতে পারব না। কিন্তু আমি যখন যয়ীম ও নাযিম হিসেবে কাজ করছিলাম, সেই সময় এমনটিই হত। তাই নাযিম ও কায়েদরকে প্রতি মাসে অবশ্যই একবার মিটিং করা উচিত। অনুরূপভাবে মুহতামিমকেও প্রতিমাসে একটি করে মিটিং করা উচিত।

হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে সদর মজলিস বলেন, কনফারেন্স কলের মাধ্যমে প্রতি মাসে আমেলা সদস্যদের মিটিং হয়। অপর দিকে প্রতি তিন মাসে একটি করে মিটিং হয়, যেখানে সমস্ত মুহতামিম উপস্থিত থাকেন। স্থানীয় স্তরেও আমেলার মিটিং প্রতি মাসেই হয়।

হুযুর বলেন: যাইহোক প্রতি তিন মাস পর কোনও একটি স্থানে মিটিং হওয়া উচিত যেখানে সমস্ত আমেলা সদস্য, নায়েব সদর এবং সহায়ক সদর উপস্থিতি থাকবেন।

একজন খাদিম বলেন: খুদ্দামদের মধ্যে জামাত সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব রয়েছে, যার কারণে তারা তবলীগ করতে পারে না। খুদ্দামরা যাতে তবলীগ করতে পারে, এরজন্য তাদেরকে শেখানোর সর্বোত্তম পন্থা কোনটি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইন্টারনেটে খলীফাদের প্রশ্নোত্তরের সভার বিপুল সম্ভার রয়েছে। এছাড়া অনেক মুবাল্লিগীন ও জামাতের পণ্ডিতদের প্রশ্নোত্তর সভার রিপোর্টও ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এছাড়াও আমেরিকাতেও আমাদের মুবাল্লিগ এবিষয়ে অনেক কাজ করছেন। এখানে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর সভার আয়োজন হয়ে থাকে। এর খুব ইতিবাচক পরিণামও প্রকাশ পাচ্ছে। কাজেই, আপনি এই সভাগুলির মাধ্যমে খুদ্দামদের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধির প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারেন। সেক্রেটারী তবলীগ এবং সেক্রেটারী তরবীয়তকেও এবিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। আপনারা সব সময় আইপ্যাড ও ফোন নিয়ে খেলতে থাকেন, যতসব জাগতিক ক্রীড়াকৌতুক দেখেন। আপনারা এই কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করতে পারেন। ২৪ঘন্টায় একদিন হয়। এর মধ্যে ছয় ঘন্টা ঘুমোবার পরও আপনাদের কাছে ১৮ ঘন্টা থাকে। ইউনিভার্সিটি, কলেজ, অফিস ইত্যাদির জন্য সময় বের করার পরও আপনাদের আপনাদের হাতে ২-৩ ঘন্টা সময় থেকে যায়, যেটুকু আপনারা সাধারণত ইন্টারনেট ও টিভির অনুষ্ঠান দেখে নষ্ট করে দেন। বর্তমান যুগের ঘটনাবলী সম্পর্কেও আপনাদের ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। একটা মাত্রা পর্যন্ত টিভিও দেখা উচিত, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরাখবর রাখাও জরুরী। কিন্তু এসব ছাড়াও ধর্ম সম্পর্কে শেখার জন্যও একটি সময় নির্ধারণ করে নিন। খুদ্দামদেরকে এরজন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। জ্ঞানভাণ্ডার তো আমাদের হাতেই রয়েছে।

আপনি যদি দেখেন কিছু প্রশ্নের উত্তর ইন্টারনেটে পাওয়া যচ্ছেনা তবে মুরুব্বীদেরকে কাছে সেই সব প্রশ্নের উত্তর জেনে নিন। কিছু বির্তকিত প্রশ্নও থাকেও যেগুলি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday,7 Nov , 2019 Issue No.45

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সম্পর্কে মুরুব্বীদের মতামত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এমন পরিস্থিতি দেখা দিলে আমাকে লিখুন, উত্তর আমি দিব। এছাড়াও আমাদের স্কলার এই সব প্রশ্নের পূর্ণ ও বিশদ উত্তর দিতে পারেন, আপনারা এই সব উত্তর গুলিকে সমাজমাধ্যমে আপলোড করতে পারেন, যাতে সমস্ত খুদ্দাম এর থেকে উপকৃত হয়।

মুহতামিম উমুরে তোলেবা বলেন, আমার প্রশ্ন শৈক্ষিক ও ধর্মীয় বিতর্ক সভা প্রসঙ্গে। ইউনিভার্সিটি বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে আমরা কি এই ধরণের বিতর্কসভার আয়োজন করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইউনিভার্সিটিতে সেমিনার আয়োজন করতে পারেন। সেমিনার দুই প্রকারের, এক শৈক্ষিক বিষয়বস্তু সংক্রান্ত। দ্বিতীয়ত বর্তমান যুগের কিছু সমস্যা বা ঘটনাবলী সংক্রান্ত। কিছু ধর্মীয় বিষয়াদিও নির্বাচন করা যেতে পারে। যুক্তরাজ্য এবং জার্মানীর মত দেশে যেখানে আহমদীয়া মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন সক্রিয় রয়েছে, সেখানে ইউনিভার্সিটিতে সেমিনারের আয়োজন হয়। অনেক সময় বির্তকসভারও আয়োজন হয়ে থাকে। ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত যে বিভাগ রয়েছে, তারা ইউনিভার্সিটির সভাগৃহে বা অডিটোরিয়ামে তাদেরকে সেমিনার আয়োজন করার অনুমতি দিয়ে থাকে। এই সব অনুষ্ঠানে বহিরাগতরাও আমন্ত্রিত হয়ে আসতে পারেন। পরিস্থিতি অনুসারে আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিবেন যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমান যুগের সমস্যাবলী, ধর্মীয় বিষয়াদি বা বিজ্ঞান-গবেষনা সংবলিত কিছু শৈক্ষিক বিষয়ের উপর সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে। এভাবে আপনারা অন্যন্য ছাত্রদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবেন। অধিকাংশ ছাত্রই শৈক্ষিক বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। কাজেই, এই সব ছাত্ররা যখন আপনাদের ঘনিষ্ঠ হবে, তখন তাদেরকে ধর্মীয় বিষয়েও সেমিনার করার কথা বলতে পারবেন। যেমন -জনপ্রিয় বিষয়বস্তু হল ‘ আল্লাহ্ তা’লার অস্তিত্ব’। এছাড়াও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, ‘ধর্মের সত্যতা’ ও আরও অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে যার উপর সেমিনার করা যেতে পারে। এই মূহুর্তে আমি সবকটি বিষয়বস্তু বলতে পারব না। যাইহোক অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলিকে আপনারা সেমিনারে রাখতে পারেন। আপনারা নিজেরাও এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করুন, হয়তো আরও অনেক বিষয় সামনে আসবে।

এক খাদিম বলেন, আমরা প্রশ্নোত্তর সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছি যেটিকে খুদ্দামদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা কি তরবীয়তী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমার উদ্ধৃতি বা খুতবাগুলির সংকলন আকারে কোনও পুস্তক তৈরী করেছেন? এর জন্য দুটি পুস্তক রয়েছে, যার মধ্যে একটি ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে।

একটি পুস্তক হল ‘সোসাল মিডিয়া কে বদ আসরাত অউর উন সে ক্যাসে বাচা জা সাকতা হ্যায়’ (‘সমাজ মাধ্যমের দুষ্প্রভাব এবং তার প্রতিকারের উপায়’) সম্ভবত এটিই এর বিষয় বস্তু। যদিও পুস্তকটির টাইটেল আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু যাইহোক সমাজ মাধ্যমের দুষ্প্রভাব সম্পর্কে এতে আলোচিত হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, যার ইংরেজি অনুবাদের কাজ চলছে। এটির কাজ সম্পূর্ণ হলে পুস্তকটি আপনি খুদ্দামদের মধ্যে বিতরণ করতে পারবেন।

বর্তমানে জামাতের সামনে দুটি সমস্যা রয়েছে। একটি যা আমাদের যুব সম্প্রদায়কে ধ্বংস করছে সেটি হল সমাজ মাধ্যমের ব্যবহার। দ্বিতীয়ত দাম্পত্য জীবনের সমস্যাবলী। আমাদের জামাতে বিবাহ-সংক্রান্ত সমস্যাবলী বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয় পুস্তকটি হল, ‘পারিবারিক জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান।’ এর অনুবাদ হয়ে গেছে। আমার ধারণা, যুক্তরাজ্যের লাজনা ইমাউল্লাহ্ পুস্তকটি প্রকাশ করেছে।

হুযুর বলেন: লাজনারা সর্বত্রই খুদ্দামদের থেকে বেশি সক্রিয়। আমি সর্বত্রই একথা বলে থাকি, কিন্তু খুদ্দামদের উপর এর কোনও প্রভাবই পড়ে না। বা বলা যেতে পারে একথা শুনে খুদ্দামরা লজ্জিত হয় না।

একজন খাদিম বলেন, আমি দেখেছি লাজনারা অনেক বেশি সুব্যবস্থিত উপায়ে কাজ করে। প্রত্যেকটি কাজের জন্য বিশদ পরিকল্পনা করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল বিষয় হল আপনাদের অগ্রাধিকার। আপনি যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রধান্য দেন, তবে ভালভাবে কাজ করতে পারবেন। খুদ্দামুল আহমদীয়ার শপথবাক্যে আপনারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তাই আপনি যদি ধর্মকে অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রাধান্য না দেন, তবে ধর্মের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবেন। লাজনারা যদি সংগঠিত হতে পারে, তবে একথা আমাকে না বলে আপনার আক্ষেপ করা দরকার যে আপনারা সংগঠিত নন কেন? তাই আজ আপনারা অঙ্গীকার করুন, আগামীতে লাজনাদের থেকে বেশি সংগঠিত হবেন।

হুযুর বলেন: বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয়াদি সংবলিত আমার পুস্তকটি যখন প্রকাশ পায়, তখন খুদ্দামুল আহমদীয়া এর ইংরেজি অনুবাদ করার অনুমতি চেয়েছিল। অনুমতি দেওয়ার এক সপ্তাহ পর আমি জানতে পারি যে, লাজনারা এর অর্ধেকটা অনুবাদ করে ফেলেছে। সর্বত্রই এই একই পরিস্থিতি। কিন্তু যুক্তরাজ্যে খুদ্দামরাও কিছু কিছু কাজে পদক্ষেপ নিতে আরম্ভ করেছে। আর এখানে কোনও কাজ করার কথা আপনাদের চিন্তার মধ্যেই থেকে যায়, বাস্তবে তা আর হয়ে ওঠে না।

একজন আমেলা সদস্য বলেন: হিউম্যানিটি ফার্স্টের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়, আমার প্রশ্ন সেই প্রসঙ্গেই। তারা ইউনিভার্সিটিতে আহমদীয়া মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন-এর ধাঁচে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে যাতে অ-আহমদী ছাত্র-ছাত্রীরাও যোগদান করছে। আমরা তাদেরকে আমাদের পর্দার মান মেনে চলতে বাধ্য করতে পারি না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাতী প্লাটফর্মের উপর হিউম্যানিটি ফার্স্টের আবেদন হওয়া উচিত নয়। এটি একটি দাতব্য সংগঠন। আমরা তাদেরকে এমনটি করতে বাধা দিতে পারি না। রসুল করীম (সা.)ও নবুয়্যতের দাবির পূর্বে ‘হিলফুল ফুযুল’ নামে একটি সংগঠনের অংশ ছিলেন, যেটি অভাবপীড়িতদের সাহায্য করত। তিনি (সা.) বলতেন, যদিও আমি এখন খোদার নবী, কিন্তু যদি কোনও অমুসলিম এই ধরণের সংগঠন তৈরী করে যার মাধমে হতদরিদ্র মানুষদের সাহায্য করা হবে, তবে আমি সানন্দে এমন সংগঠনের অংশ হব। যদিও সেই সব অমুসলিমদের তাকওয়া ও পুণ্যের মান তেমন উন্নত ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও রসুল করীম (সা.) এই ধরণের সংগঠনের অংশ হতে প্রস্তুত ছিলেন।

মুহতামিম সানাআত ও তিজারত বলেন, আমরা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে webinars এর আয়োজন করছি। আমরা কি এই webinars এর এ মুরুব্বীদেরকেও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত করতে পারি?

হুযুর বলেন: আপনাদের বিভাগের সম্পর্ক ধর্মীয় বিষয়াদির সঙ্গে নয়। এই ধরণের সেমিনারের আয়োজন মুহতামিম তরবীয়ের পক্ষ থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, আপনাদের পক্ষ থেকে নয়। মুরুব্বীগণ আপনাদেরকে এতটুকুই বলতে পারবেন যে, কি উপায়ে কম আয়ে সুষ্ঠুভাবে সংসার চালাতে হয়। এর থেকে বেশি তারা আপনাদেরকে বলতে পারবেন না।

এক আমেলা সদস্য বলেন, হুযুর আনোয়ার বলেছেন, ছয় ঘন্টা ঘুমোনো যথেষ্ট। কিন্তু কিছু কিছু ছাত্র বলে থাকে আট ঘন্টা ঘুমোনো দরকার। হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি আপনার উপর নির্ভর করছে। অনেকে পাঁচ ঘন্টা ঘুমোনোর পরও চাঙ্গা হয়ে যায়। কিন্তু

শেষাংশ ৯পাতায়...

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir